



সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করলে



অপরোধীদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই বিল আনছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান এ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নিলাম করে ক্ষতি পূরণ করা হবে।

রবিবার: মালদহের বৈষ্ণবনগরের সুকদেবপুর সীমান্ত দিয়ে ওপারে



পাঠানো ২০ বাংলাদেশিকে ঢুকতে বাধা দিল বিজিবি ও বাংলাদেশিরা। মানবিক কারণে জিরো পর্যায়ে আটকে থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী দলটিকে উদ্ধার করে বর্ডার আউটপোস্টে রাখলো বিএসএফ।

সোমবার : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রথানের তত্ত্বাবধানে প্রায়



১ লক্ষ ৩৮ হাজার ক্যামেরার নজরদারিতে একবার ভেঙে যাওয়া নিট পরীক্ষা শেষ হল নির্বিঘ্নে। দেশের ৫৫১টি শহরের ৫৪৪০টি এবং বিদেশের ১৪টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই প্রথম বিজেপি সরকারের বাজেট



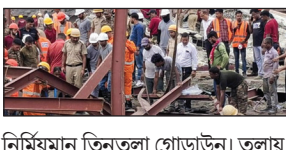
পেশ করলেন করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত। আর্থিক সুবিধা বাড়িয়ে সমাজের প্রায় সমস্ত অংশকে খুশি করার চেষ্টা হয়েছে এই বাজেট। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চালু করা হয়েছে হেল্প লাইন নম্বর।

বুধবার : এবার থেকে একমাত্র আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক



শনাক্তকরণের মাধ্যমেই বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ডাকঘর সেভিস অ্যাকাউন্টের লেনদেন করা যাবে বলে নির্দেশিকা দিল ডাকবিভাগ। গ্রাহকের মোবাইল নম্বর আকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

বৃহস্পতিবার: কলকাতার



তারাতলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মিয়মান তিনতলা গোড়ালি। তলার চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছে ৫ জন, আহত ২০ জনের বেশি। গত জানুয়ারি মাসে কলকাতা পুরসভায় প্লান পাস হলেও তা ক্রটিমুক্ত বলে জানিয়েছে পুরসভাই।

শুক্রবার: বাণিজ্যিক রাস্তার



গ্যাসের বুকিংয়ে বিধিনিষেধ উঠে গেল। যুদ্ধের আগে হোটেল রেষ্টোয়ারায় ১৯ কেজির রাস্তার গ্যাস সিলিন্ডার যেমন পাওয়া যেত এখন থেকে ফের সেরকমই মিলবে। সংকেটের জেরে এতদিন বরাদ্দ ছিল ৭০ শতাংশ। ফের তা ফিরে এসেছে ১০০ শতাংশে।

● **সবজাতা খবর ওয়াল্লা**

তোষামোদের রাজনীতি পিছনে ফেলে বদলের বাংলায় আসছে দুই বিল

ওঙ্কার মিত্র

আজকের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তৎকালীন বিধান পরিষদের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৮৬২ সালের ১৮ জানুয়ারি। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১২ সদস্যের একটি পরিষদ। স্বাধীনতার পর ১৯৫২-র জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের পরিচালনা শেষে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর প্রথম অধিবেশন বসে ওই ১৯৫২ সালেই। সেই থেকে কত না উত্থান-পতন, কত না ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে এই বিধানসভা। এবার ২০২৬ সালে ১৮ তম বিধানসভা এমন এক বিল পেশের সাক্ষী থাকতে চলেছে যা বদলে দিতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটাই। চিরন্তনে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ‘তোষামোদের রাজনীতি’।

বিধানসভার ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি বিল। উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, আসামের পর চতুর্থ রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আসছে বহু প্রতিশ্রুতি এই

পত্রেও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি পশ্চিমবঙ্গে চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সারা দেশে এই বিল চালু করতে বিজেপি বন্ধপরিকর। তোড়জোড় চলছে সংসদে এই বিল পেশের। তার আগেই এই অভিযানে নাম লিখিয়ে ফেললো পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় বিজেপি ছাড়া মুসলিম তোষণের দোষে দুষ্ট প্রায় সব দল। এরা যে যখন ক্ষমতায় থেকেছে তখন তারা তুষ্টিকরণের দোকান খুলে দেবার বেচা-কেনা চালিয়ে গেছে। বিজেপির সে দায় নেই। তারা প্রথম থেকেই তোষণের বিরোধী। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, তিন তালুক বাতিল, ওয়াকফ সম্পত্তির পঞ্জীকরণ করে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে তারা ত্যোয়াক্ক করে না। এই সিরিজে ইউসিসি নবতম সংযোজন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই বিল নির্বিঘ্নেই উতরে যাবে। প্রথমত বিজেপি এই নির্বাচনে একজন মুসলিমকেও প্রার্থী করেনি। ফলে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

সাতগাছিয়ায় কয়ারবোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলাকীর্ণ

কুনাল মলিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার সাতগাছিয়া বিধানসভার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ধক্ষেরেডিয়ায় ভারত সরকারের কয়ার বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০২০ সালে আমফাম ঝড়ের সময় প্রচুর গাছ এখানে ভেঙে পড়ে। তারপর থেকেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়, কেউ পরিষ্কার করেনি। ভিতরে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতিও আছে। মূলত ভারত সরকারের কয়ার বোর্ডের অন্তর্গত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রামীণ যুবক যুবতীদের কয়ার অর্থাৎ ছোবড়া শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তাদের যন্ত্রপাতিও দেওয়া হত বিনামূল্যে।

সেই যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কাতাদড়ি, পাশোশ, গদি ইত্যাদি তৈরি করা হত। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সেই সময়ে দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল

কয়ারবোর্ডের অন্তর্গত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একসময় আমরা প্রচুর প্রশিক্ষণ দিয়েছি যুবক যুবতীসের। যন্ত্রপাতিও দেওয়া হয়েছে। পাশোশ

জেনারেল ম্যানেজার আমাকে এর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বলেন। তারপর আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিই। নতুন দায়িত্ব নেবার জন্য বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শিল্প কেন্দ্র। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। আমফান ঝড়ের পর এটা ধ্বংস স্তপে পরিণত হয়। আমাকে যদি আবার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি নিতে পারি কিন্তু এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে পরিষ্কার করে সংস্কার করে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভব্রত চক্রবর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করব এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির খোঁজখবর নেব।

হবি : অরুণ লোধ
এরপর **দুয়ের** পাতায়

নিজেই অসুস্থ পুজালী মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত পুজালী পৌরসভা পরিচালিত মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বেহাল অবস্থা। ২০০৬ সালের ২৮ মে এই মাতৃসদনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন বিধায়ক সোমন মিত্র। তদানীন্তন সময়ে পুজালী পৌরসভার যোয়ারম্যান ছিলেন ফজলুল হক। বজবজের বিধায়ক ছিলেন অশোক বেব। প্রথম দু তিন বছর এখানে প্রসূতি বিভাগও ছিল। ভবনটির দ্বিতলে এখনো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে অথবো। ২০২০ সাল থেকে এখানে প্রসূতি বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কোন রকমে সপ্তাহে দুদিন মেডিসিনের একজন ডাক্তার বসেন সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। একজন চোখের ডাক্তার বসেন এবং সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আসেন।

কিন্তু ভবনটির সামনে পুরো আগাছা ও জঙ্গলে ভরে গেছে। মাতৃসদনের যে প্রবেশ পথ সেই রাস্তা এক হাঁটু জলের তলায় ডুবে আছে। দেখলেই মনে হবে ডেম্বর আঁতুর ঘর। ভবনটির সর্বত্রই জঙ্গলে ঢেকে গেছে। দীর্ঘদিন কোন সংস্কার করা হয়নি। জঙ্কর বিভাগের যে প্রবেশদ্বার দেখানো অ্যানুলেশ দাঁড়িয়ে আছে ভাঙারো অবস্থায় তাও দিন দিন

জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ বসির জানান, এখানে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ কোন চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রসূতি বিভাগও বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘদিন।

কোন সংস্কার করা হয়নি দীর্ঘদিন। মাঝে মাঝেই বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে পড়ে। যখন তখন কুকুর ছাগল গরু ঢুকে পড়ে। তাছাড়া একটি বৃষ্টি হলেই মাতৃসদনের ভিতরে জল ঢুকে যায়। পুরসভা কোন গুরুত্ব দেয়নি। ১৪

জুন হঠাৎই এই মাতৃসদন পরিদর্শন করতে আসেন বজবজের বাসিন্দা তথা রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী। তিনি এই বেহাল ভবনটির ভিডিওগ্রাফি করেন এবং সমাজ মাধ্যমে পোস্টও করেন। তিনি জানিয়েছেন, সমগ্র বিষয়টি তিনি রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে জানানবেন।

এই মাতৃসদন এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারটিকে সংস্কার করে পুনরায় যাতে প্রসূতি বিভাগ চালু করা যায় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।



পুরসভার পরিচালনা করার কথা থাকলেও পুরসভা এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাছাড়া ২০১৭ সালের পর কোন পৌর নির্বাচনও এখানে হয়নি। বর্তমানে পুরসভার দায়িত্বে আছে প্রশাসক হিসাবে মহাকুমার শাসক। ওই মাতৃসদনে ২ জন অস্থায়ী গার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একজনদের নাম শেখ আরিফ হোসেন আর একজনদের নাম পুলক মণ্ডল। তারা জানান, মোট ৬ জন এরকম অস্থায়ী গার্ড আছে। পুরসভা তাদের সামান্য অর্থ দেয়। কিন্তু এই ভবনের

গাফিলতির অভিযোগ হাসপাতালে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া রাজ্য হাসপাতালের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ ছিলই। সম্প্রতি আবারও সেই একই অভিযোগ উঠল হাবড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে। জামাইঘরীর দিন মছলন্দপুরে দাদুর বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে এসে আর বাঁশদাগীর নিজেদের বাড়িতে ফেরা হল না, মাত্র ন’বছরের শিশু অনুরাগ

হাবড়া

মিস্ত্রি। হাবড়া হাসপাতালের চিকিৎসায় চরম গাফিলতি ও তার কঙ্কালসার ছবিটা আবারও সামনে চলে এল। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাঃ হমিকেশ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে থুকের অভিযোগ তোলে শিশুটির পরিবার ও তার আত্মীয়স্বজন। ইতিমধ্যে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নামে হাবড়া থানার পুলিশ। শিশুটিকে ময়না তদন্তের জন্য বারাসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর আগে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল হাবড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে। সে ক্ষেত্রেও ভুল চিকিৎসার বিরুদ্ধে আড্ডল উঠেছিল।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

পুরানো ক্ষতে প্রাথমিক প্রলেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০ বছরের রোগ যে ৮/৯ মাসে সারানো সম্ভব নয় যারা বাজেট তৈরী করছে এবং যাদের জন্য তৈরি করছে তারা সকলেই তা জানে। তাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম বাজেটে বঙ্গ সমাজের প্রায় প্রত্যেক অংশের জন্য যথা সাধ্য অর্থ বরাদ্দ করে বঙ্গবাসীর দীর্ঘদিনের আর্থিক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা

রাজ্য বাজেট

শুরু করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত। তবে নানা ক্ষেত্রের দিকে নজর দিয়ে তিনি যে রোগের স্থায়ী নিরাময়ের স্বপ্ন দেখছেন তা তাঁর বাজেট প্রস্তাবে স্পষ্ট। এটাই দীর্ঘদিন ধরে জীবন যুদ্ধে রাজনীতির মার খাওয়া বাঙালির কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন আর একটা বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আরও প্রতিশ্রুতি তাঁরা পূরণ করবেন।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

বুধাখালি মৃত্যুকাণ্ডে গ্রেপ্তার ১০

রবীন দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বুধাখালিতে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের রাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল বামপন্থী কর্মী দম্পতি দেবু দাস ও উষারানি দাসের। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিতর্ক ও অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা সেই ঘটনাকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গতকাল রাতে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ বুধাখালি এলাকা থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বর্তমানে ধৃতদের কাকদ্বীপ থানায় রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন অমিত মণ্ডল, যিনি গত পঞ্চায়েত বোর্ডে বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, দেবু দাস ও উষারানি দাসের মৃত্যুর ঘটনায় অমিত মণ্ডলের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

মহাফেজ দর্পণে দুই নায়ক ৭ এর পাতায়

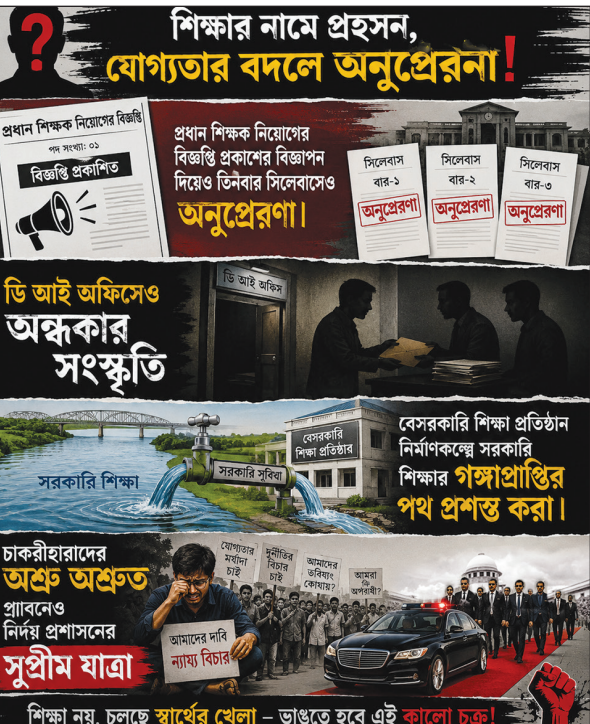
পাল্টানো দরকার অস্বচ্ছতায় অসুস্থ রাজ্যের শিক্ষা

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

বিপুল প্রত্যঙ্গা জাগিয়ে দীর্ঘ বাম জমানার অবসানে মমতার তৃণমূল সরকার এসেছিল। বিগত ১৫ বছরের পোস্টমর্টেম যখন চলছে তখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভেঙেপড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন। শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড তা পূর্বতন সরকারগুলি এবং তাঁদের মন্ত্রীরা বিলক্ষণ জানতেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিনের পর দিন চালানো হয়েছে সরকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি। যারা সরকারী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের নিয়েই চলছে একচেটিয়া হুকুমদারি। নানা সরকারি থেকে দলীয়, আংশিক দলীয় সভায় ভীড় বাড়তে দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাধা করা হয়েছে হাজিরা দিতে। আনুগত্য প্রকাশের তাড়নায়

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আপাত কল্যাণকামী ভাবনার আড়ালে ‘ব’ চিহ্নের বাড়বাড়ন্ত দৃষ্টিকটুভাবে লক্ষ্য করা গেছে বারংবার। ইচ্ছামত ঘন ঘন এবং অনুপ্রেরণায় সিলেবাসের পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি টাকায় বই ছাপার আড়ালে নানা অস্বচ্ছতার প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠেছে। বিনামূল্যে ছাত্র ছাত্রীদের খাতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি খাতার বাক্যকে প্রচ্ছদের কমপক্ষে সাতটি করে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কার বা কাদের নির্দেশে, কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তা ছাত্র ছাত্রীরা প্রশ্ন না তুললেও অভিভাবক-অভিভাবিকা নিশ্চিতভাবেই জানতেন বুঝতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দলতন্ত্র, স্যাণ্ট শিক্ষক নিয়োগে গোষ্ঠীতন্ত্র দেখেও সেদিনের জীবিত পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীরা মৌন থেকেছেন। প্রতিশ্রুতি ছিল বাম



শিক্ষাকে ‘সেল’ এ তুলতে অনেকেই ঝাঁপিয়েছেন ‘রত্ন’ কিংবা ‘কাজের লোক’ হয়ে ওঠার বাসনায়। একাধিক ‘শ্রী’ প্রকল্পের আড়ালে জমেছে দুর্নীতির কালো মেঘ। সেই ‘ক্লাউড ব্লাস্ট’ হয়েছে ‘অপা সংস্কৃতিতে’। চাকরীহারাদের অক্ষপ্লাবনে আর অনিলায়ন থেকে মমতায়নের প্রতিকারহীন স্বেচ্ছাচারিতায়।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

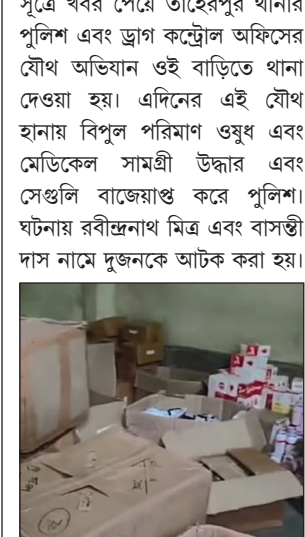
বেআইনি ওষুধ সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদুকল্লায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি বেআইনি ওষুধ কারখানার

তাহেরপুর

কারবার চলছিল। ২৪ জুন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাহেরপুর থানার পুলিশ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের যৌথ অভিযান ওই বাড়িতে থানা দেওয়া হয়। এদিনের ওই যৌথ হানায় বিপুল পরিমাণ ওষুধ এবং মেডিকেল সামগ্রী উদ্ধার এবং সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাসন্তী দাস নামে দুজনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তির বাদুকল্লা এলাকার বাসিন্দা বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, এদিনের ওই উদ্ধারকৃত ওষুধের বাজার মূল্য প্রায় কয়েক কোটি টাকা। এই কারবারে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তদন্তে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।





অর্থনীতি

বিনিয়োগকারীদের শঙ্কা

সঙ্কট দূত

শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাতে আলোচনা করেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিকফি উপরের দিকে ২৪,৮০০ থেকে নিচের দিকে ২৬,৮০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকার সম্ভবনা। গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বাজার নিচের দিকে গেলে ও এই লেভেলকেই মান্যতা দিয়ে বন্ধ হয়ে।

আমেরিকার সাথে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার অপেক্ষা আর এরই মধ্যে বিশেষজ্ঞদের কাছে ভারতীয় বাজার সম্পর্কে অশনি সংকেত শোনা যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা যে ক্রমাগত বিক্রি করছে এর পেছনে কেবল অর্থনীতির খেলা নেই বরং সমগ্র বিশ্বে ভারত যে নতুন শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসছে সেটাকে যে দেশ মেনে নিতে পারছে না তারা পরোক্ষভাবে তারা আঘাত



আজ বুধবার যখন এই লেখা লেখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিকফি বারবার ২৪ হাজারের কাছে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে।

কাঁচা তেলের দাম কমে সাত হাজারের কম, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো থমকে যেন শেষ হয়ে যাওয়ার নামই নিচ্ছে না,



বাণিজ্য : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে কেনিয়ার রাষ্ট্রদূত অ্যান্ড পিটার মুনিয়েরি তিনি বলেন, কেনিয়া ভারতকে আফ্রিকার বাজারে ব্যবসা করতে সাহায্য করবে এবং ভারতের বন্দরের সাথে ট্রেড করিডোর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করবে। উপস্থিত ছিলেন বণিকসভার বিদেশে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভাগের চেয়ারম্যান অরুণ কুমার গারোলিয়া।

পুরানো ক্ষতে প্রাথমিক প্রলেপ

প্রথম পাতার পর বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের এই প্রথম বন্ধ বাজেটে স্থায়ী অস্থায়ী সব সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে নারী, বেকার, বয়স্ক সকলকেই তাদের চাহিদার অনেকটাই প্রদান করেছেন। সস্তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোতেও খুশি সাধারণ মানুষ।

মিঠেঁকড়া এই বাজেট দেখে খুশি বিরোধীরাও। তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন নি বিরোধীরা বৈশেষের নেতারা। তবে এই হাফ বাজেটে বাঙালির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নিয়ে যে স্বপ্ন বোনা শুক করলেন স্বপন বাবু তা আগামী বাজেটগুলিতে কতটা মধুর হয় না মিছে কল্পনা হয়ে থেকে যায় সে দিকেই তাকিয়ে ঘর পোড়া বঙ্গবাসী।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

৬ই জুলাই, ২০২৬ সোমবার ৪-

সকাল ১০টায় – ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন ও আলোচনা সভা।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে দেশলোক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

সকাল ১০.৩০ মিঃ – অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

বিভাগ – ক (১০ বছর পর্যন্ত), বিষয় – গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, সময় – ১ ঘণ্টা।

বিভাগ – খ (১০ – ১৫ বছর পর্যন্ত), বিষয় – স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সময় – ১.৩০ মিঃ।

বিভাগ – গ (১৫ – ২০ বছর পর্যন্ত), বিষয় – আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, সময় – ১.৩০ মিঃ।

সকাল ১১টায় – দেশাত্মবোধক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

বিভাগ – ক – ১৫ – ২৯ বছর বয়সের যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সময় – ৪ মিনিট।

দুপুর ১২টায় – বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

বিভাগ – ক – ১৫ – ২৯ বছর বয়সের যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সময় – ৫ মিনিট।

বিষয় – পশ্চিমবঙ্গের জনক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সময় – ৫ মিনিট।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর -

গ্রিড ওয়, ৫৭/১ এ চেতলা রোড, কলক – ২৭ : 9838640030

সুধীর নন্দী, সামগ্রী বিক্রেতা নিকসেন : 2495 9148 / 8013523095

রূপন কুমার মাস্তা, উমেদপুর, বজবজ-২ : 8240333544

রশ্মি বাল্লা, সরওনা, বেহালা : 8777757597

কামীনাথ সিংহ, বাথরাহাট : 6291783722

সুরজ মণ্ডল, সোনারপুর : 7278760081

গল্প বলা শেখাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গল্প বলা একটা শিল্প। গল্প মানে শুধু রাজা-রানির গল্প নয়, গল্পের মাধ্যমে জানানো যায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের বিষয়। সহজ করে ব্যাখ্যা করা যায় জটিল তত্ত্ব। যিনি যত সুন্দর গল্প বলতে পারেন, তার শ্রোতার সংখ্যা তত বেশি হয়। তবে গুছিয়ে গল্প বলা রপ্ত করার বিষয়। সেই সুযোগ করে দিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট আয়োজিত অ্যাড-অন কোর্সে শেখানো হবে সাধারণ কোনও চিত্রকে কী ভাবে মনোগ্রাফি গল্পে রূপান্তরিত করা যায়, কীভাবে গবেষণা, শিক্ষা, ঐতিহ্য, জাদুঘর,

জনসচেতনতা, বিজ্ঞান, ডিজিটাল মিডিয়া এবং জনতার সমাবেশে গল্প বলার আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহার করা যায়। থিয়োরি ও প্র্যাক্টিকাল দুই-ই থাকবে। এই সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির জন্য আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন এখনই। কোর্সটির নাম ভয়েসেস অ্যান্ড ভিশনস : টোরিটেলিং ফর অ্যাকাডেমিয়া অ্যান্ড সোসাইটি। যে-কোনও বিষয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক, মিউজিয়াম এবং হেরিটেজ কর্মী, সাংবাদিক, এনজিওতে কর্মরতরা আবেদন করতে পারেন। কোর্সটির মেয়াদ: ১২ দিন। ক্লাস শুরু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ৩ অগস্ট। কোর্স ফি: ১,০০০ টাকা। আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ জুলাই। আসনসংখ্যা: ৫০টি। আগে এলে আগে ভর্তি পদ্ধতিতে ভর্তি নেওয়া হবে।

আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি-সহ

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইট: <https://www.caluniv.ac.in> এ ছাড়াও সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কোর্স সম্পর্কে জানতে পারবেন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে (ছুটির দিন বাদে)।

কৃষি ব্যবস্থা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি:কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর উত্তর দিনাজপুরের কেভিকে পরিদর্শন করে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ এবং কৃষক-কেন্দ্রিক সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থায়ন্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশব্যাপী ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের অংশ হিসাবে, কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে এবং আইসিএআর-আর্টারি, কলকাতার এগ্রিয়ারভুক্ত উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ২৪ জুন পরিদর্শন করেন। মন্ত্রীর এই সফর সুস্থায়ী কৃষি, প্রাকৃতিক চাষ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কৃষক কল্যাণের প্রতি ভারত সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতীকিত করে।

কর্মসূচিটি ‘এক পেচ মা কে নাম’ বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়, যা পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের প্রতীক এবং বনায়ন ও পরিবেশগত স্থায়িত্বে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। তাঁর সফরের সময়, মন্ত্রী ক্ষেত বাঁচাও অভিযানের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক চাষ প্রদর্শনী ইউনিটটি ঘুরে দেখেন। তিনি প্রাকৃতিক চাষের উপকরণ তৈরির প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বল্পমূল্যের, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি পদ্ধতির প্রসারে নেওয়া প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এই প্রদর্শনীতে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং সুস্থায়ী কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যযুক্ত পদ্ধতিগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়।

প্রধান আকর্ষণ ছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত কেভিকে হ্যাচারি ইউনিটের উদ্বোধন। এই হ্যাচারিটি

প্রযুক্তিগত প্রসারে সুবিধা প্রদান করবে, আয়ের বৈচিত্র্যকরণে সহায়তা করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং গ্রামীণ উদ্যোগ, মূল্য সংযোজন ও জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের প্রশংসা করেন। কৃষকদের সঙ্গে একটি সৌজন্যমূলক চা-চক্রের সময় তিনি কৃষি উৎপাদন, বিপণন এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও পরামর্শগুলি শোনেন।

একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় রামনাথ ঠাকুর দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতা, লাভ এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সুস্থায়ী ও সর্ব জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি কৃষকদের প্রাকৃতিক চাষ, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির দ্বারা প্রদত্ত প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা এবং সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলির কার্যকর

অস্বচ্ছতায় অসুস্থ রাজ্যের শিক্ষা

প্রথম পাতার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার সিলেবাস থেকে নেভাজি, রবীন্দ্রনাথ মুছে দিয়ে আনা হয় বরণ সেনগুপ্ত, এ রাম প্রমুখের কথা। অনিলায়নে দক্ষিণ সিলেবাস কমিটিটি শিক্ষণেরা হয়ে ওঠেন মমতায়নের পৃষ্ঠপোষক। মাধ্যমিকের ইতিহাস সিলেবাসে নেতাজিকে প্রায় একেবারেই সৌণ করে দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজি বইতে তৃণমূল সাংসদ এর অনৈতিহাসিক গল্পকে কোলাল মতি ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। নেতাজি নিয়ে মমতা সরকারের কেলেঙ্কারী এক অন্য অধ্যায়।

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডি.আই.অফিস-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ডি.আই.অফিসে এ কর্মীদের দুর্ব্যবহার, অর্থ চাওয়ার মানসিকতা যাঁরা শিক্ষাবলনে যান দিয়ে আনা হয় বরণ সেনগুপ্ত, এ রাম প্রমুখের কথা। অনিলায়নে দক্ষিণ সিলেবাস কমিটিটি শিক্ষণেরা হয়ে ওঠেন মমতায়নের পৃষ্ঠপোষক। মাধ্যমিকের ইতিহাস সিলেবাসে নেতাজিকে প্রায় একেবারেই সৌণ করে দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরাজি বইতে তৃণমূল সাংসদ এর অনৈতিহাসিক গল্পকে কোলাল মতি ছাত্রদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। নেতাজি নিয়ে মমতা সরকারের কেলেঙ্কারী এক অন্য অধ্যায়।

আসছে দুই বিল

প্রথম পাতার পর দ্বিতীয়ত সংখ্যার দিক থেকে বিরোধীরা খুবই দুর্বল। যারা এই নিয়ে শোরগোল তুলতে পারতো সেই তৃণমূল কংগ্রেস এখন কোমরভাঙা বিরোধী শক্তি। তাদের পক্ষে এই বিলকে আটকানো একপ্রকার অসম্ভব। আবার রাজনীতির বাইরে থাকা বাংলার মুসলিম সমাজ এতদিনের তোষণে যে ভালো নেই তার প্রমাণ সাচার কমিটির রিপোর্ট। নিজেদের জীবনের মান বলাবার এই সুযোগ মুসলিমরা গ্রহণ করবেন বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

বাংলার সমাজ জীবনের দুই অভিযান হল তোলাবাড়ি-সিগ্গিটেক ও ধর্মীয় বিতর্কের রাজনীতি। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি দিয়ে যদি বিতর্কে মোছা যায় তাহলে তোলাবাড়ি নির্মূল করতে চাই সর্বাত্মক উদ্যোগ যা বাস্তবায়িত করতে সরকার একই সঙ্গে আনতে চলেছে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেকটি আন্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্ডি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬’ এবং ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেসেল অব পাবলিক অর্ডার (আরেক্সমেন্ট) বিল, ২০২৬’। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এবার আর শুধু শাস্তি নয়, অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হবে। এই বিল পাস হলে এবং টিকটাক লাগু হলে দীর্ঘদিনের একটা রোগ থেকে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গ। বদলে যাবে রাজ্যের শিল্পের ছবিটা, উন্নতি হবে কর্মসংস্থানের। বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকারের এখনও দু মাস স্থলি। এর মধ্যে বাংলা বাঁচাতে দুই যুগান্তকারী বিল আনা সহজ কথা নয়। অপরাধ মননে সরকার যে ভায়ায় কথা বলছে তাতে শক্তি সঞ্চয় করাছে আইনের শাসন। এই আইনের পথ ধরেই উঠে আসবে বদলের বাংলা। এটাই মানুষের প্রত্যাশা।

গ্রেপ্তার ১০

প্রথম পাতার পর যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বুতদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগের রাতে বুধখালির ওই দম্পতির অগ্নিদগ্ধ সেহ উদ্ধার হয়। সেই সময় বিরোধীদের তারকে অভিযোগ ওঠে, রাজনৈতিক কারণে তাদের পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৎকালীন শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। সে সময় এলাকার তৎকালীন বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন, দম্পতির মৃত্যু বিন্যূৎস্পৃষ্ট হয়ে হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন এতলে বিরোধীরা এবং ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

কয়ারবোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর যেহেতু ওই সময়ে আমি বিডিও ছিলাম না তাই তেমনভাবে কিছুই জানিনি। এখন অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখব যাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আবার খোলা যায়। প্রসঙ্গত, কয়ারবোর্ডের পূর্বাঞ্চলের একটি কার্যালয় কলকাতায় ছিল। পূর্বাঞ্চলের মূল কার্যালয় ভুবনেশ্বরে। শেখ ইসমাইল আরো বলেন, বর্তমানে কোকোনো স্টোর সল্টলেকে হয়েছে যদি বজবজ-২ নম্বর ব্লকের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে আবার খোলা যায় তাহলে সুবিধা হবে। সাংগোষ্ঠিয়া বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নন্দুর এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি অবশ্যই খোঁজখবর নেব। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অভিজিৎ কর বলেন, আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিছুদিন আগে আমি দায়িত্বে এসেছি। তবে অবশ্যই আমি এই ব্যাপারে খোঁজখবর করবো।

অভিযোগ

প্রথম পাতার পর সেক্ষেত্রে খোদ হাসপাতাল সুপার ডাঃ বিবেকানন্দ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল সেই পরিবার। এছাড়াও হাবড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতিরও অভিযোগ ওঠে। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালের সুপার ডাঃ বিবেকানন্দ বিশ্বাস প্রায় চার বছর ধরে এই হাসপাতালের সুপার পদে রয়েছেন। এর ফলে দুর্নীতির শিকড়ও বিস্তৃত হয়েছে। তবে এদিনের শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাঃ হাফিজ বিশ্বাস ও সুপার ডাঃ বিবেকানন্দ বিশ্বাসের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক আশ্রাস দিচ্ছেন।

গ্রামীণ হাসপাতাল

প্রথম পাতার পর তবে গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষদের জন্য একটি অত্যন্ত উদ্বোধনকর্ম সমন্বিত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসার অভিযোগ উঠেছে। বিনামূল্যে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার কথা থাকলেও ডেলিভারি বিভাগের কিছু আয়ার রোগীর পরিবারকে ৪০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত দিতে চাপ সৃষ্টি করে। টাকা দিতে না পারলে মা ও নবজাতকের পরিষেবা নানা ধরনের অসহযোগিতা বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। সুভাষগ্রাম এলাকার অধিবাসীবৃন্দের বিশ্বাস, নতুন সরকারের নতুন নেতৃত্বে সোনারপুর দক্ষিণ ও উত্তর কেন্দ্রের সমস্ত মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা অবশ্যই পাবেন।



সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৭ জুন – ০৩ জুলাই, ২০২৬

মেঘ রাশি : যদি সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো অমীমাংসিত বিষয় থাকে, তবে এই সপ্তাহে তার সমাধান হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কাজে কিছু সময় কাটান। এটি আপনাকে সুখ ও মানসিক শান্তি এনে দেবে। অতিরিক্ত মেলামেশার পরিবর্তে নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয়।

বৃষ রাশি : আপনার উপস্থিতিতে যেকোনো আটকে থাকা কাজ আবার শুরু হতে পারে। আপনার সাহস এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে আপনি যেকোনো কঠিন কাজ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। কখনও কখনও, তাড়াহুড়ো করা এবং সময়মতো কাজ শেষ না করা আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

মিথুন রাশি : আপনি কিছু নতুন কাজে আগ্রহী হবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলে আপনি ইতিবাচক ফল পাবেন, তবে আপনাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। আপনার শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করুন। কখনও কখনও, সন্তানদের কাছ থেকে উচ্চ প্রত্যাশা রাখা এবং তাদের সীমাবদ্ধ করা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। নমনীয়তা বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : কিছু ভালো খবর আপনার পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি সম্প্রতি যে কাজের জন্য চেষ্টা করছেন তা গতি পাবে এবং এমনকি সাফল্যও পেতে পারে। সতর্কতার সাথে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করুন। যেকোনো ভুল আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। প্রিয়জনদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

সিংহ রাশি : কিছু বিশেষ কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবে। আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। এটি আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি সন্তানের কোনো কৃতিত্বের বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের শুরুতে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো গুছিয়ে নিন, কারণ আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। একটি বিশেষ কাজ প্রায় শেষের দিকে। আপনার অনুষ্ঠান উৎসব বাজবে। সচেতন থাকুন যে অপ্রয়োজনীয় ভুল বোঝাবুঝি আপনাকে বিচলিত করতে পারে।

তুলা রাশি : দায়িত্ব এবং অনেক ছোটোছুটিতে পূর্ণ থাকবে। তবে, অর্জিত সাফল্য আপনার ক্রান্তি দূর করবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে মূল্যবান কিছু শিখতে সাহায্য করবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়বে, কিন্তু আয় স্বাভাবিক থাকবে। মনে রাখবেন যে রাগ এবং একগুয়েমির মতো নেতিবাচক বিষয়গুলি আপনার কিছু কাজ নষ্ট করে দিতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে, যা আপনার মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। নিজের কাজে সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকুন। পরিবারে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব বাজবে। সচেতন থাকুন যে অপ্রয়োজনীয় ভুল বোঝাবুঝি আপনাকে বিচলিত করতে পারে।

ধনু রাশি : কোনো পাওনা আটকে গেলে, আপনি তা দাবি করতে পারেন। আবেগপ্রবণ না হয়ে বাস্তবসম্মতভাবে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করুন। এটি আপনাকে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে অতিরিক্ত খরচ মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে।

মকর রাশি : আবেগের চেয়ে বুদ্ধিকে বেশি কাজে লাগান। সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করলে আপনার সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে। আপনি আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু পরিকল্পনা করবেন। পারিবারিক বিষয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কুম্ভ রাশি : বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সপ্তাহে সম্পন্ন হবে। আপনি চলমান অস্থিরতা থেকেও স্বস্তি পাবেন। একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদ আপনাকে জীবনের অনেক ইতিবাচক দিক বোঝার সুযোগ দেবে। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনার মনোবল বজায় রাখুন। অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করবেন না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, কারণ এটি আপনার ক্ষতি করতে পারে।

মীন রাশি : যদি কোনো কারণে আপনার কোনো কাজ আটকে গিয়ে থাকে, তবে তা আবার শুরু হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও এটি একটি ভালো সময়। পরিবার বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ ও স্নেহ পেতে থাকবে। এটি সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আনবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বেশি হবে, যা আপনার বাজেটের উপরও প্রভাব ফেলবে।

শব্দবার্তা ৩৯৭

	১		২		৩
	৪				
৭			৫		৬
১০			৮	৯	
				১১	
		১২			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১.সদ্বী ৪. বিলম্ব, তর ৫. যুদ্ধাদির অবসান করে সন্ধিস্থপান ৭. আজ্ঞা, হুকুম ৯. অনুপস্থিত ১০. আবহাওয়া, ওয়েদার ১১. ইন্দ্রলুপ্ত, ১২. ধনুক।

উপর-নীচ

১. শত্রু ২. রাজশেখর বসু রচিত বিখ্যাত বাংলা অভিধান ৩. অর্থদণ্ড ৪. মনির, দেবতার পূজার স্থান ৬. নাপিত ৮. রাজবন্দ্যু সহিতার টাকা ১০. সমুদ্র ১১. আসক্তি, মমতা।

সমাধান : ৩৯৬

পাশাপাশি : ২. ছোট নজর ৪. সংস্থান ৫. মনোজ ৭. লড়াই ৯. দমকল ১০. কলমবাজি।

উপর-নীচ :১. বয়সকাল ২. ছোড়ন ৩. নরোত্তম ৬. জঙ্গলবাড়ি ৮. ইনকাম, ৯. দরজি।

Alipur Barta: 27 June - 03 July, 2026

নেই মাটির জোগান থমকে পটুয়াপাড়ায় কাজ

সুমন আদক, **হাওড়া** : মাঝে আর তিনটে মাস। আগামী অক্টোবরে বাঙালির প্রিয় শারদোৎসব। অথচ বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েই থমকে গিয়েছে প্রতিমা তৈরির কাজ। কারণ দিনকয়েক ধরেই মাটির জোগান নেই। মাটির এই সঙ্কটের জেরে হাওড়ার ডোমজুড়ের প্রসিদ্ধ পটুয়াপাড়ায় নেমে এসেছে বোর অনিশ্চয়তা।

যে সময়ে শিল্পীদের কর্মশালাগুলিতে প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে থাকার কথা সেই সময়ই অধিকাংশ ঠাকুর তৈরির



গোলায় যেন একটা অনিশ্চয়তার মেঘ। প্রতিমা শিল্পীদের দাবি, প্রায় ২০ দিনেরও বেশি সময় ধরে প্রতিমা তৈরির উপযোগী মাটির সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু করাই সম্ভব হচ্ছেনা। এর জেরে শুধু শিল্পীরাই নন উদ্বেগ বাড়ছে বিভিন্ন পুজো কমিটি ও উদ্যোক্তাদের মধ্যেও।

জনৈক মৃৎশিল্পী দিলীপ কুমার মণ্ডল বলেন, প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সাধারণত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এলাকা থেকে আসে। কিন্তু গত ২০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কোনও মাটির চালান আসেনি। এই সময় থেকেই দুর্গা প্রতিমার কাজ পুরোদমে

পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চললে বহু পুজো কমিটি সময়মতো প্রতিমা পাবেন না। এত পাশাপাশি প্রতিমা শিল্পীদের আশঙ্কা, মাটির সঙ্কটের পাশাপাশি দক্ষ কারিগরদের অন্যত্র কাজ খুঁজে নেওয়ার প্রবণতাও নতুন সমস্যা তৈরি করতে পারে। বর্তমানে কাজ না থাকায় অনেক কারিগর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছেন। পরে মাটি এলেও তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা শিল্পীদের। প্রতিমা শিল্পীদের মতে, বর্তমানে তাঁরা একদিকে মাটির সংকট অন্যদিকে কারিগর সঙ্কট, এই দুই সমস্যার মুখোমুখি তাঁরা। ফলে দুর্গাপূজার মরশুমকে সামনে রেখে তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছে।

বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে বিজেপি শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। শ্রীধাম বাজারে বিজেপির রাজা কমিটির সদস্য রাজু মণ্ডল এবং তার এক সঙ্গীকে বেষণ্ডক মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপিরই ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পিনাক্ষী মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহতদের সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজু মণ্ডলের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।



আহত রাজা কমিটির সদস্য রাজু মণ্ডলের অভিযোগ, বিজেপির নাম ভাঙিয়ে ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পিনাক্ষী মণ্ডল এলাকায় তোলাবাজি চালাচ্ছেন। রাজু মণ্ডলের দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পিনাক্ষী মণ্ডল এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায়

পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। দলেরই এক উচ্চপদস্থ নেতাকে এভাবে আক্রান্ত হতে দেখে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং বিজেপি নেতৃত্বের অন্দরে তীব্র অসন্তি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিজেপি মণ্ডল সভাপতি পিনাক্ষী মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, রঙখালি : সুন্দরবনের ঝাড়খালি পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর মণ্ডলের ২৬৭ নম্বর বুরের কার্যকর্তা বাপন মিস্ত্রী নামে বিজেপি কার্যকর্তার বাড়িতে ২২ জুন



রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে উঠলো স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, মঙ্গলবার ডোর রাতে তৃণমূল আশ্রিত বেশকিছু দুষ্কৃতি আমকা ওই বিজেপি কার্যকর্তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তোররাত্তে চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে বালতি করে জল ঢেলে এবং পাম্পসেট চালিয়ে

জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে ততক্ষণে সব পুড়ে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপির ৪ নম্বর মন্ডলের উপাঃমৌলি মোহর সভাপতি সুরোজ কুমার ঢালি জানিয়েছেন, ‘রাজো তৃণমূল শাসনকালে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর প্রচুর অত্যাচার করেছিল। বর্তমানে রাজো বিজেপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা সেই দাপট চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি কার্যকর্তা বাপন মিস্ত্রী জানিয়েছেন, ‘ডোর রাতে আমরা যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাষাক হয়ে গিয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।’ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ‘এটা নিছক দুর্ঘটনা। এর সাথে রাজনৈতিক যোগ নেই। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভুল ব্যাখা করা হচ্ছে। প্রশাসন সঠিক তদন্ত করলে সত্য উদ্‌ঘাটন হবে।’

ভাগীরথীর ভাঙনের কবলে কাটোয়াবাসী

দেবাশিস রায়, **পূর্ব বর্ধমান** :

দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে বর্ষা। প্রতিবারই এই সময় একটু একটু নদী ভাঙনের মুখে পড়ে তলিয়ে যায় বিভিন্ন এলাকার মাঠঘাট, জমি, বাড়িঘর, গাছপালা। আবারও একবার ভাগীরথী নদীর ভাঙনের কবলে পড়তে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। এমনই আশঙ্কার কথা সম্প্রতি বিধানসভায় তুলে ধরে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক বিজেপির কৃষ্ণ ঘোষ।

রাজ্যের ‘শস্যগোলা’ পূর্ববর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কালনা মহকুমার একটা বিরাট অংশ ভাগীরথী নদীর তীর বরাবর অবস্থিত। কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম, কাটোয়া এবং কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ এবং কালনা থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে ভাগীরথী নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে। কেতুগ্রামের মৌগ্রাম, চর সুজাপুর, সীতাহাটি, কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ গ্রাম, চর সাহাপুর, চর বিষ্ণুপুর, চর কবিরাজপুর, চর কালিকাপুর,

সাহেবনগর, পূর্বস্থলী উত্তরের তামাঘাটা, ঝাউডাঙা, দামপাল চর, পাটুলি, কমলনগর, চর চুয়াডাঙা, পূর্বস্থলী দক্ষিণের জালুইডাঙা, নসরৎপুর, কালীনগর প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের কাছে বর্ষা মানেই আতঙ্ক। বর্ষায় টইটসুর প্রমত্তা ভাগীরথী নদী কোথায় কখন



যে ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে সেটা ভেবেই বাসিন্দাদের এসময় একবুক আশঙ্কায় কাটাতে হয়।

ভাগীরথী নদী তীরবর্তী প্রাচীন জনপদ তথা অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপ গ্রামেই বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষের জন্ম। তিনি এলাকার নদী ভাঙনের বিধ্বংসী রূপ

বক্তব্যও রাখেন। বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ ভাগীরথীর ভাঙন নিয়ে একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি অগ্রদ্বীপ গ্রাম সহ নদী তীরবর্তী কাটোয়ার বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন রোধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে,

রাজনৈতিক হিংসায় পুলিশ

হেফাজতে তৃণমূল কাউন্সিলার

বিশাল দাস, বীরভূম : বোলপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার চন্দন মণ্ডলকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য অব্যাহত। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর জেল হেফাজত শেষ হতেই তাকে ফের বোলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। মামলার তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে পুলিশ তাঁর পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে চন্দন মণ্ডলকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

২১ জুন নিজ বাসভবন থেকে চন্দন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। গ্রেফতারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ২২ জুন তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, থানার বাইরে একদল বিক্ষোভকারী পচা ডিম ও পচা আম নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ কৌশলগতভাবে থানার পিছনের রাস্তা ব্যবহার করে তাঁকে আদালতে নিয়ে যায়।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় সংঘটিত রাজনৈতিক হিংসার একাধিক ঘটনার সঙ্গে তাঁর

নাম জড়িয়ে রয়েছে। পাশাপাশি এক বাসিন্দাকে হেফািৎ নম্বর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগও তদন্তকারীদের নজরে এসেছে। ২৪ জুন জেল হেফাজতের মোয়ার শেষ হওয়ার পর ফের আদালতে পেশ করা হলে তদন্তকারী সংস্থা আদালতকে জানায় যে, মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এখনও খতিয়ে দেখা বাকি রয়েছে। অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র, সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত জরুরি। সেই যুক্তি মেনে আদালত ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

আদালতের নির্দেশের পর চন্দন মণ্ডলকে শান্তিনিকেতন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। পুলিশ সূত্রে দাবি, অভিযোগের সত্যতা যাচাই, আর্থিক লেনদেনের উসে ও প্রকৃতি খতিয়ে দেখা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই বর্তমানে তদন্তের মূল লক্ষ্য।

পুলিশ হেফাজতের মোাদ শেষ হলে তাঁকে পুনরায় বোলপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এই মামলার তদন্ত কোনা দিকে এগোয় এবং আদালতের পরবর্তী নির্দেশ কী হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের।

শ্রীলতাহানির

চেষ্টা মামলায় ৩ বছরের কারাদণ্ড

সুরত মণ্ডল, হুগলী : ২০১৮ সালে ধনিয়াখালী থানায় এক নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ হওয়ায় রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য জানানো হয়, ধনিয়াখালী এলাকার বাসিন্দা তনয় সিংহ একা পেয়ে ওই নাবালিকার শ্রীলতাহানির চেষ্টা করে এবং তার শরীরে অশোভন স্পর্শ করে। নাবালিকা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পরিবারকে বিষয়টি জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ধনিয়াখালী থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে, ছিলেন তৎকালীন সাব-ইন্সপেক্টর স্নর্বেন্দু রায়। তিনি তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দেন। মামলার পরগনার চেম্বারডাঙা স্টেশন চত্বরে দুষ্কৃতিদের গুলিতে নিহত হন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। ওই মামলায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে জেলেই একজনের মৃত্যু হয়। বাকিরা জামিনে মুক্ত হয়ে আছে। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সেই মামলা খুলে রয়েছে আদালতে। তৃণমূল জমানায় একের পর এক বদল হয়েছে আদ্যনৈজীবী। কিন্তু সেই মামলার কোনও সুরাহা টুঁটুর পকসো আদালত।

পূর্বস্থলীর বেহাল সেতু নিয়ে বিধানসভায় দৃষ্টি আকর্ষণ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : পূর্বস্থলীর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীপুরে ভয়াবহ বেহাল সেতুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরপরই নড়েচড়ে বসলেন এলাকার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই তিনি সেতুটি অবিলম্বে সংস্কারের দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বুধবার বক্তব্য পেশ করেছেন। বিধায়কের স্বনে সক্রিয়তায় এলাকাবাসী স্বাভাবিকভাবেই খুশি। এই মুহূর্তে থানার একাধিক সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েনের মাধ্যমে বেহাল ওই সেতুটির ওপর যান চলাচল

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পূর্বস্থলীর এই বেহাল সেতুর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ভুক্তভোগী বাসিন্দারা প্রত্যশা নিয়ে আশাবাদী করে নাগাদ সেতুটি সংস্কারের কাজ শুরু হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর স্টেশন থেকে একটা পাকা সড়কপথ ভাগীরথী নদী তীরবর্তী কমলনগর ঘাট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কপথের ওপরেই লক্ষ্মীপুর

‘দ’-এর ধারের সেতুটি অবস্থিত। কমবেশি ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩ ফুট চওড়া কংক্রিটের এই সেতুটি অত্যন্ত



দেখতে দেখতেই বড়ো হয়েছেন। এবারে কাটোয়া এলাকা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরপরই তাঁর উন্নয়নমূলক এজেন্ডাগুলির মধ্যে তিনি এই নদী ভাঙন রোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বিধানসভায় তিনি কাটোয়ার বিভিন্ন এলাকায় নদীভাঙন প্রসঙ্গে

এলাকার বিধায়ককে নদীভাঙন নিয়ে এভাবে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই কাটোয়াবাসীর একাংশ সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবার চর কবিরাজপুর, ঝাউডাঙা, কালীনগর, তামাঘাটা প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য বাসিন্দাকে নদীভাঙনের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতিবারই ভাঙনের সঙ্গেও নদীতীরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কোনও সরকারকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। ভাঙনের সময় দায়সারাভাবে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ভুক্তভোগী ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের দাবি, এলাকাকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে নদীতে নিয়মিত ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে সেইসঙ্গে নদীর পার বাঁধাইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এখন এটাই দেখার বিষয় যে নবগঠিত রাজ্য সরকার নবনির্বাচিত এই বিধায়কের আবেদনে সাড়া দিয়ে কাটোয়ার নদী ভাঙন রোধে কী কী ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে পারে।

প্রতীক্ষার অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : বিধানসভা নির্বাচনের আবেহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ফলে পড়াশোনা যার লাটে উঠতে চলেছিল। যদিও অনলাইন ক্লাস চলেছে। দীর্ঘ প্রায় ১২০ দিন পর আবারও স্বহিমায় ফিরাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। শুরু হল আগের মতো পঠন পাঠন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হওয়ায় খুশি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অভিভাবকরা। অধিকাংশক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। ২৩ জুন কেন্দ্রীয় বাহিনী ফিরে যায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয় পরিকার পরিচ্ছন্নতা করার কাজ। ২৫ জুন থেকে শুরু হয় পঠনপাঠন। রায়বাহিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সুরেশ মণ্ডলের কথায়, ‘স্কুল বন্ধ থাকায় ভালো লাগছিল না। স্কুল খুলতেই আনন্দ হচ্ছে।’ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুমন হালদার জানায়, ‘চার মাস স্কুল বন্ধ, অনলাইনে ক্লাস হাচ্ছিল। তবে স্কুলে এসে পড়াশোনা করা এক অন্যরকম অনুভূতি। স্কুল খোলায় খুব খুশি।’

২৭ জুন – ০৩ জুলাই, ২০২৬ আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫.৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাস্তব করে তুলতে সেদিনের শব্দচমন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ (নিজস্ব প্রতিনিধি)

মগরাহাট থানার অন্তর্গত উষ্টি পোষ্ট অফিসের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার শ্রীসুধীর চন্দ্র মণ্ডল পোষ্টাল ব্যাঙ্ক প্রদত্ত সহস্রাধিক টাকা আত্মসায় করেছে বলে এক সংবাদ পাওয়া গেছে।

সংবাদে প্রকাশ জনৈক আরকাৎ আলি উষ্টি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে ১২০০ টাকা জমা দেয়। কিছুদিন পর শ্রীআলি পাশ বই এর খোঁজ করতে গেলে তাকে বলা হয় ডায়মন্ড হারবার সাব পোষ্ট অফিস থেকে পাশ বই এখনও ফিরে আসেনি। এই সংবাদ পেয়ে শ্রীআলি শাব পোষ্ট অফিসে যোগাযোগ করে

জানতে পারেন তার নামে কোন পাশ বই ব্রাঞ্চ অফিস থেকে আসেনি এরপর ঘটনাটি উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা হলে তদন্ত শুরু হয়। সর্বশেষে সংবাদে প্রকাশ তদন্তকারী অফিসার গত ১৬ই জুন উক্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রী মণ্ডলের কাছ থেকে সকল কার্যভার গ্রহণ করে ব্যাপক তদন্ত আরম্ভ করেছেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ শুধু ঐ টাকাই নয় শ্রী মণ্ডলের আরও বহু গলদ তদন্তকারী অফিসারদের কাছে ধরা পড়েছে।

১০ম বর্ষ, ২৬ জুন ১৯৭৬, শনিবার, ২৯ সংখ্যা

টিকিয়াপাড়ায় রেলের জমিতে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ২৩ জুন সকালে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাইপাসের ধারে অবৈধ বস্তি উচ্ছেদ করতে রেল প্রশাসন বুলডোজার নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। জানা যাচ্ছে, রেলের ওই জমিতে প্রায় ১০০টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বসবাস করে আসছিল। প্রতি বছর বর্ষায়



রেললাইনের পাশের বড় নালাগুলো সময়মতো পরিষ্কার না করার ফলে রেললাইনে জল জমে যেত, যা ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতো। রেল প্রশাসন জানিয়েছে যে, এই বর্ষার মরসুমে রেললাইনে জল জমা রোধ করতে এবং নিকাশির কাজ করতেই এই উচ্ছেদ করা হল।

জানা গেছে, উচ্ছেদের আগাম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। যারা যায়নি তাদের মালপত্র বের করে নিতে এদিনও রেল পুলিশের তরফ থেকে মাইকিং করা হয়। এদিকে, উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বস্তিবাসীদের অভিযোগ, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত

দুর্নীতি ঢাকতে ফাইল চুরি

পার্শ্ব কুশারী, সাউথ গড়িয়া : দুর্নীতি ঢাকতে এবার পঞ্চায়েতে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চুরি করা শুরু করলো তৃণমূলের পাঠানো দুষ্কৃতিরা। হাতে নাতে ধরা পড়লো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার সাউথ গড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতো। পানীয় জল থেকে রাস্তা আবাস যোজনা থেকে পায়খানা ঘর, খালকট্যা থেকে পুকুর কাটা প্রত্যেকটাই দুর্নীতি করেছেছিল বিগত শাসক দল তৃণমূল। পালা বদলের পর ভয়ে অতাক্তিত হয়ে পড়ে অঞ্চলের দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। তাই গোপনে সাউথ



গড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে লোক পাঠিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চুরি করে আনতে পাঠায় তৃণমূল। ধরা পড়ে যায় বিজেপি কর্মীদের নজরদারিতে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ডাকা হয়। বারুইপুর থানার পুলিশ এসে পঞ্চায়েত থেকে ওই ফাইল চোরকে তুলে নিয়ে যায় বারুইপুর থানায়।

সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী কারণ যে কোনও মুহূর্তে সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে। মোটরবাইক, মোটরভ্যান, ট্রাক্টর সহ পণ্যবাহী নানাবধনের যানবাহনও চলে এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। কোনও কারণে কোনও সময় এই রাস্তাটিতে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে লক্ষাধিক বাসিন্দা কার্যত ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হবে। কংক্রিটের সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত বেহাল হয়ে থাকলেও সেটিকে সংস্কারের জন্য প্রশাসনের কোনও উদ্যোগই চোখে পড়েনি। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সেতুটি

উত্তীষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৭ জুন – ০৩ জুলাই, ২০২৬

স্বাধীনতার সঠিক

সংগ্রহালয় গড়ে উঠুক

দেশে বিদেশে বিভিন্ন লেখ্যাগার ও প্রতিষ্ঠানে আজাদহিন্দ সরকার ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত নানা নথিপত্র রয়ে গেছে। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব্যাপী নেতাজি সংগ্রাম সাধনার ইতিহাস সঠিকভাবে দেশবাসীর কাছে সরকারি উদ্যোগে উঠে আসা জরুরী। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট এবং পরবর্তীকালে গান্ধী-নেহেরু প্রভাবমুক্ত নানা সরকার নানা সময়ে এদেশ, এরাজ্ঞা শাসন করলেও ইতিহাস, বিশেষ করে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে তাদের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার গভী় অতিক্রম করতে পারেনি। রাজনীতি এবং শাসকদল ঘনিষ্ট সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ঐতিহাসিকদের দিয়ে ইতিহাস লেখানো হয়েছে, শেখানো হয়েছে। ১৯৪২ সালের চূড়ান্ত বার্ষ ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনকে অযথা মহিমায়িত করার জন্য নৌসেনা, ছাত্র বিপ্লব, আজাদ হিন্দ-এর বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যুগের পর যুগ। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর সংগ্রামময় জীবনকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে গুটিকয় জাতীয় কংগ্রেস-এর নেতাদের মহিমা কীর্তনে। পরিবারতন্ত্রের বন্দনায় চাপা পড়ে গেছে দেশের অজস্র শহীদকুলের ত্যাগ তিতিক্ষার মর্ম বাণী। দেশ-বিদেশের নানা বিপ্লবীদের নানা তথ্য দেশের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের শিকড়কে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের জাতীয় আন্দোলন উঠে আসুক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। জনপ্রতিনিধিদেরও এ ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলা হোক। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে মুক্তি সাধকদের শহীদ স্মারক শহীদ তীর্থ গড়ে তোলা হোক। দেশপ্রেম যেন শুধু খেলার মাঠ কিংবা নির্বাচনী প্রাঙ্গণে পণ্য না হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে এক পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হোক পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এর সূদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলে ধর্মীয় আচার নিয়ে বৈষম্য বিভাজন অনৈক্যের সূর ঐক্যের দিকে দেশকে এগিয়ে দেবে। সবার আগে দেশ – এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সোড়াত থেকে শুরু করতে হবে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাদের যথাযথভাবে সম্মান দিলে সে সম্মান ‘দেশপ্রেম’ নামক শব্দটির প্রতি যথা সম্মান হয়ে উঠবে। গড়ে তোলা হোক স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক সংগ্রহশালা যেখানে আজাদহিন্দ সহ সহস্রাধিক শহীদ আর ব্রাত্য থাকবেন না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

ব্রহ্মাকাশে অবস্থিত থেকে সৃষ্টিপটু প্রকৃতিশক্তির এই বিচিত্র রচনালীলা অস্তিত্বসম্পন্ন হলেও আসলে এইসব অস্তিত্ববিহীন। তত্ত্বজ্ঞানের কাছে জগৎ ও ব্রহ্ম অভিজ্ঞ। অজ্ঞজন বোধ করে, জগৎ আমি ও পরমায়া হতে পৃথক। এই পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রহ্ম এই প্রকার আকৃতি সম্পন্ন। হে রাম! পঞ্চ তমাত্রার নাম ভূতসূক্ষ্ম। পরমাকাশ হতে পঞ্চতমাত্রা বা ভূতসূক্ষ্ম উদ্ভূত হয়ে স্থূল পদার্থের আকারে পরিণত হয়। কখনও কখনও আকাশই প্রথমে স্থূল ভাব গ্রহণ করে, তারপর ব্রহ্মা উদ্ভূত হন, তখন তাঁর নাম হয় আকাশজ প্রজাপতি। কখনও বা বায়ু প্রথমে স্থূলত্ব গ্রহণ করে, পরে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়ে নামিত হন বায়ুজ প্রজাপতি। কখনও কখনও তেজ হতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়ে তৈজস প্রজাপতি নামে পরিচিত হন। এই ভাবে ব্রহ্মা জল হতে উদ্ভূত হয়ে বারিজ ও পৃথিবী হতে উদ্ভূত হয়ে পার্থিব ব্রহ্মা নামে আখ্যায়িত হন। একটি ভূত প্রাথমিকতা ও প্রাধান্য গ্রহণ করলে অন্য চারটি ভূত উপষ্টিক্তক ভূমিকা গ্রহণ ক’রে। এইভাবেই ব্রহ্মা সৃষ্টিসাধন সম্পন্ন করেন। কখনও ব্রহ্মা পরমপুরুষের পদ্মের মত নাভিদেশ হতে উদ্ভূত হন, তাই তাঁকে পদ্মজন্মা বলা হয়। ব্রহ্মার এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রুতিসমূহর হলেও মায়্যা বা মনোময় রাজ্যের কল্পনার মতই তা আসত্য। কারণ, অসঙ্গ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মার জন্ম কিভাবে সম্ভব হয়? অথচনযচন পটিয়সী মায়্যা এই অসত্যের সৃষ্টি ক’রে ও সত্যরূপে প্রতীত করায়। হে রাম! জীবাত্মার পক্ষে অসৎ এই সৃষ্টিতে বহু ব্রহ্মা এইভাবে জন্মলাভ করেছেন। তোমার উপলব্ধির জন্য বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যো আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলাম। এই জগৎ চক্রাকারে ঘুরায়মান। জীব প্রত্যক্ষ করে, এক দিন অতীত হয়ে অন্য দিন উদ্দিত হয়, এইভাবে যুগ, কল্প আসে আবার সমাগত সেই কাল অতীত হয়ে যায়। কালের এই আগমন ও নির্গমন দেখা গেলেও আসলে কিছুই হয় না। এই আসা ও চলে যাওয়া আসলে এক বিভ্রম। তপ্ত লৌহখণ্ডে রক্তিম আগুন বর্তমান থাকলেও হাতুড়ির আঘাতে আগুনের শ্বূলঙ্গি চতুর্দিকে নির্গত হয়, তেমনই পদার্থসমূহ চিশাকাশে লীলা থাকে; মায়ার কারণে তা কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও বা আবার অপ্রকাশিত থাকে। আত্মব্রহ্মপদে চিৎ স্পন্দিত হলেই সৃষ্টির এই মায়্যাখেলা রূপ পরিগ্রহ করে। চাঁদের জ্যোৎস্না চাঁদে থাকলেও, সেই কিরণকে চাঁদ হতে পৃথক ও নিষ্কৃতির বলে মনে হয়। তেমনই এই জগৎ চেতন্যে অবস্থিত থাকলেও তাকে পরমাকাশ হতে পৃথক জ্ঞান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে স্থূলদৃষ্টিতে দেখা এই সংসার আদৌ সং নয়। কারণ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যদি একমাত্র অস্তিত্বসম্পন্ন হন, তবে জগৎ-সংসার নামক অন্য এক সত্তা থাকে কি করে? আবার এই জগৎ অসৎও নয়, কারণ নিজেকে বিভাজিত করার যে সংসারশক্তি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা

জীবন বড় অনিশ্চিত, আর নিরাপত্তা...?

আলোকপাত

সংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

ওলো সই

আগে বাংলার মেয়েরা প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সই পাতাতেন। একে অপরের দুঃখে কঁদে ভাসাতেন, আনন্দে আত্মহারা হতেন। এ কালেও আমাদের এক বাংলার মেয়ে ছিলেন যাকে সবাই চাইতো। তিনিও একসময় অনেকের সঙ্গে সই পাতিয়েছিলেন। কিন্তু কপালের এমনই দোষ যে সেই সব সইদের সই মানে সাক্ষর নিয়েই সখাত সলিলে ডুবলেন আমাদের মেয়ে। এক সই তো বলেই দিলেন, সই জাল করবে দল, আর দোষ হবে এমএলএদের! এখন শুধুই হা হতাশ, ওলো সই ওলো সই, তাদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।



রোজ খাও আন্ডে

সানডে ইয়া মন্ডে, রোজ খাও আন্ডে। পশ্চিমবঙ্গে এই কাপশন এখন মমতা তৃণমূলের থিম সং। রবি থেকে শনি প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও তৃণমূলের ছোট থেকে বড় কোনো না কোনো নেতা নেত্রীর প্রতি বর্ষিত হচ্ছে পচা ডিম। ডিমের কুসুমের হলুদ রং এখন চিনিরে দিচ্ছে দৃষ্কৃতি, তোলাবাজ তৃণমূলীদের। যে সব ভীতু তৃণমূল বাড়িতে বসে আছে তাদের শয়নে স্বপনেও এখন ডিম ফোবিয়া। এদের নেত্রীই চালু করেছিলেন ৫ টাকায় ডিম ভাত খাওয়া। সে খাওয়ায় আনন্দ ছিল, এ ডিমে শুধুই ব্যাথা। তবে এখন আর নেত্রীর মুখে রা নেই।



রাজনীতির রুচি

সব ঢেনা ছবি যেন বদলে যাচ্ছে বাংলায়। সব থেকে যেটা বদলেছে সেটা হল রাজনীতির রুচিবোধ। কুরুচিকর ব্যক্তি কি রাজনীতিতে ব্রাত্য? সংবিধান অন্ততঃ সেটা বলে না। তাহলে রুচি কোথের প্রশ্ন কেন? এখন সেই উত্তর দেওয়ার সময় করে দিয়েছে ২০২৬-এর নির্বাচনের ফল। তৃণমূলের মত আদর্শহীন দলের প্রশ্রয়ে রাজনীতির আউনিয় যখন ভিড় বাড়ছিল একদল দুষ্কৃতির তখন জবাব দিয়েছে সভ্য সমাজ। রাজনৈতিক সুরুচি ও কুরুচির এই লড়াইতে জয়ী হয়েছে রাজনীতির সুরুচি।



১৫ বছরেও নিজেকে চিনতে ব্যর্থ তৃণমূল

প্রণব গুহ

জীবনের গতি চলমান। আর এই গতি সঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা তা বলে দেয় তার উন্নতি। একটি শরীর ঠিক মত পুষ্টির আহার পাচ্ছে কিনা তা যেমন বলে তার দেহের উন্নতি তেমনি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে নিয়ম মাম্বিক মূল্যায়ন নির্দেশ করে তার মানসিক উন্নতির দিকে। তাই জীবনের প্রতিটা স্তরে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে মানুষকে। পরীক্ষাকে এড়িয়ে গেলে আসে বেনিয়ম, আর বেনিয়ম জীবনকে করে দেয় অগোছালা। দীর্ঘ দিন এমন চলতে থাকলে নিজের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে ধারণা উবে যায় জীবন থেকে।

মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের জীবনেও ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটেছে। বামেদের তাড়াবে বলে মমতা ২০ বছর ধরে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল মাত্র ১৫ বছরে। এর কারণ হল নিজের শক্তি যাচাই না করা, নির্বাচনগুলোকে প্রহসনে পরিণত করে পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়া। তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ কে বাদ দিলে ১৩টা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৬, ২০১৮ ও ২০২৩এ পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪এ লোকসভা নির্বাচন, ২০১৫ ও ২০২১এ কেএমসি নির্বাচন, ২০১৬ ও ২০২১এ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১২, ২০১৭ এবং ২০২২এ পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল প্রত্যেকবার গুস্তামি ও রিগিং করে পরীক্ষা এড়িয়ে গিয়েছে। বুঝতে চাউনি দলের প্রকৃত অবস্থা। সিপিএমের নেতৃত্বে ৩৪ বছর চলা বাম সরকারের প্রকৃতি দেখে মমতা ক্ষমতায় এসে বুঝলেন

বামেদের কাছে কিছুটা কমতি হলেও চলবে কিন্তু দীর্ঘ দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে ভোট সন্ত্রাসকে লালন পালন করে শক্তিশালী করতে হবে। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু হল বছর পাঁচেক পর থেকে। ঠিক যেমন ১৯৮২ সালের নির্বাচন থেকেই সিপিএম চালু করে দিয়েছিল স্যামেটিকি রিগিং।

মহাপতনের পথে /৫



বামেদের এই মিশনের যারা কারিগর ছিল মমতা তাদের জন্য খুলে দিলেন তৃণমূলের দরজা। বার্তা দেওয়া হল যে ভাবেই হোক তৃণমূলকে ক্ষমতায় রাখতে পারলে মিলবে নিরাপত্তা আর কামিয়ে নেওয়ার সুযোগ। বাম আমলের থেকেও অনুকূল পরিবেশে প্রতিদানে তারাও গড়ে তুললো এক সন্ত্রাস সাম্রাজ্য। কিন্তু এরা এতো শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে সামলানো মুশকিল। চাই একটা যোগ্য লোক। মমতা জনতেন তাঁর শিক্ষিত, ভদ্র, বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক সঙ্গীদের দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। এদের জন্য

কাজে ভাইপো এতটাই পটু যে অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠল সন্ত্রাসের রাজ্য। অভিযেকের দৌলতে একদিকে যেমন ক্ষমতা নিশ্চিত হল অন্যদিকে দলের তহবিল বাড়ানোর নানা ক্ষেত্র আবিকৃত হল। একেবারে প্রকাশ্যে বলে দেওয়া হল কামিয়ে দাও, কামিয়ে নাও। আর এই ফর্মুলার মূল কথা যখন ক্ষমতা তখন বাংলা মুখোমুখি হল ভয়াবহ ভোট সন্ত্রাসের। সিপিএম সহ বামেরা ছিল কতগুলি সাংগঠনিক দলের বাম জোট। এদের একটা ক্যাডার ভিত্তিক কাঠামো আছে। ফলে সন্ত্রাসের বিষ

গলা পর্যন্ত উঠলেও এরা মাথায় উঠতে দেখনি। কিন্তু তৃণমূলে এই বিষ ভান্ডটাই মাথা। ফলে পচে গিয়েছে পুরো দলটাই এক পারে তৃণমূলের যখন এই অবস্থা তখন ভোট সন্ত্রাসের মধ্যেও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৩টি ও ২০২১এ ৭৭টি আসন জিতে ওপারে পোকুলে বেড়ে উঠছে বিজেপি। এসব গ্রায্য করলেন না মমতা। একেবারে ঢেনা হলো চেনা পরীক্ষায় অভিষেক মডেলেই

ভরসা রাখলেন তিনি। ফলে কোনো পরীক্ষাতেই দলের সঠিক মূল্যায়ন হল না। জনমতের প্রকৃত ছবি উঠে এল না। বুঝতেই পারলেন না আসলে দলের ক্ষমতা ঠিক কত। পাশাপাশি বিজেপি কড়া চ্যালেঞ্জের মধ্যে আসন বাড়ায় বুঝে গেল তাদের আগামী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ২০২৬-এ তাই আনকমন প্রপ্স আসতেই মমতা ভাইপোকে নিয়ে পাস মার্কসটাও তুলতে পারলেন না। আদর্শহীন বাজিকেন্দ্রীক তৃণমূল কংগ্রেসের সলিল সমাধি তখন তাই শুধু সময়ের অপেক্ষা।



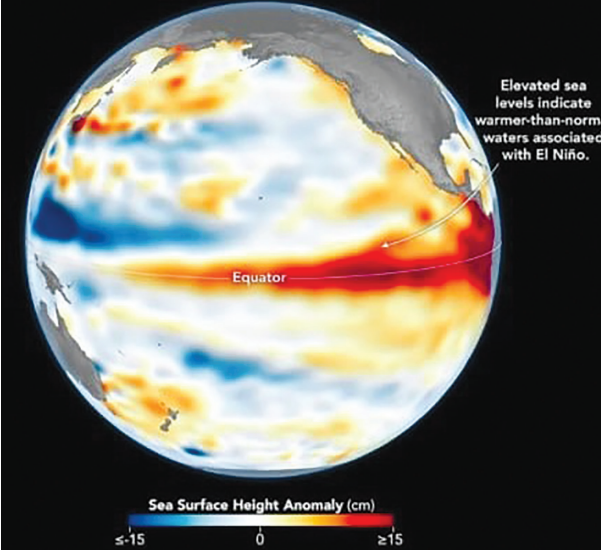
নাসার স্যাটেলাইটে

অত্যন্ত শক্তিশালী

এল নিনোর ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন ঘোষিত এল নিনো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আর এরই মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বিশাল এক উষ্ণ সামুদ্রিক ঢেউ অগ্রসর হতে দেখা গেছে স্যাটেলাইট চিত্রে। এই ঢেউটিকে কেলভিন ওয়েভ বলা হয়। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক উচ্চতার তুলনায় বেশি উচ্চতার একটি বিস্তৃত অঞ্চল, যা বিষুবরেখা বরাবর শত শত মাইল জুড়ে বিস্তৃত। এল নিনোর কারণে সমুদ্রের জল উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হওয়ায় এই অস্বাভাবিক উচ্চতা তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান এল নিনো ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ঘটনায় পরিণত হতে পারে।

২০২৬ সালের ৮ জুন সেনটিনেল-৬ মাইকেল ফ্রেইলিচ স্যাটেলাইট এই পরিবর্তনগুলো



পূর্ববেক্ষণ করে। মানচিত্রে লাল রঙ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উচ্চতার সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং নীল রঙ কম উচ্চতার সমুদ্রপৃষ্ঠ নির্দেশ করে। নাসা, ইউরোপীয় মহাকাশ সন্থা এবং ইউটিএমটিএসএটি পরিচালিত এই স্যাটেলাইটটি প্রতি ১০ দিনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার সূক্ষ্ম পরিবর্তন পরিমাপ করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার



লাদাখে প্যাংগং লেকের ধারে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করলেন দেশের জওয়ানরাও। লে লাদাখে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)—র ৪৭তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ১৪ হাজার ৯১ ফুট উচ্চতায়, প্যাংগং লেকের ধারে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন।

পাঠকের কলমে

স্কুলে দেওয়া হোক সাপ সচেতনতার পাঠ

দোরগোড়ায় বর্ষা। তার আগেই শুরু হয়েছে সাপের আনাগোনা। কখনও বাড়িতে বা স্কুলে ঢুকে পড়ছে বিষধর সাপ। মাছ ধরার জাল বা আটলেও আটকে পড়েছে নানা সাপ। আসছে সাপ কামড্যানোর খবর। ক্যানিং থেকে মৃত্যুর খবরও এসেছে। তাই বিষধর সাপ থেকে সাবধান! সাধারণত কালাচ, কেউটে, পদ্মগোখরা সহ কয়েকটি বিষধর সাপ খুবই ভয়ানক। বাড়ি বা স্কুলের চারপাশ পরিষ্কার রাখা জরুরি। ছড়িয়ে রাখা হোক ব্লিচিং পাউডার। সন্ধ্যায় বাড়ির চারপাশে জ্বলুক আলো। অন্ধকারে চলাফেরা একেবারেই নিষেধ। কৃষকের পায়ে থাকুক গাম্বুট। কখনও কাউকে সাপে কামডালে ওঝা বা গুন্দীনা নয়। খালাপোড়া, জলপোড়া। সাপে কাটা রুগীকে সোজা আনা হোক গ্রামীণ হাসপাতালে। একমাত্র হাসপাতালই পারে রুগীকে অ্যাটি

ডোমান ইনজেকশন এর মাধ্যমে বাঁচিয়ে তুলতে। মনে রাখতে হবে সাপে কাটার পর একশ মিনিট হচ্ছে ‘গোস্টেন আওয়ার’। এই সময়ের মধ্যে যেভাবেই হোক রুগীকে আনতে হবে স্থানীয় হাসপাতালে। তাই আমাদের প্রস্তাব, বন দপ্তরের সহযোগিতায় স্কুলে স্কুলে দেওয়া হোক সাপ সচেতনতার পাঠ। কপ্পিউটারে ছবি দেখিয়ে চেনানো হোক নির্বিষ ও বিষধর সাপ। শেখানো হোক সাপে কাটা রুগীর করণীয় কর্তব্য। কোন কারণে বাড়িতে বা স্কুলে সাপ ঢুকে পড়লে ভয় না পেয়ে খবর দেওয়া হোক বন দপ্তর, বিডিও অফিস বা থানায়। তাই সাপ নিয়ে অহেতুক কোন ভয় নয়। নয় কোন গুজব। বৃদ্ধি ও সচেতনতাই হোক সাপ সুরক্ষার যথাযথ মাধ্যম।

দীপংকর মায়্যা হাওড়া

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।



উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়ী জটিয়াকালী নিম্নপুনিয়াড়ি প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণ জলমগ্ন হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রতি বছর বর্ষশের সময় প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং জনজীবনও বিপর্যস্ত হয়।

পুনর্মূষিক ভব

জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী, **শিলিগুড়ি** : হিলকাঠ রোড, বিধান রোড এমনকি হসপিটাল রোড সহ কাচারি মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গাড়ি পার্ক করা থাকে, অবৈধ পার্কিং নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি রাস্তার পাশে ঠেলা গাড়ি লাগিয়ে কিছু খাওয়ার বিক্রি করে এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে বসে বেশ কিছুদিন আগে ট্রাফিক পুলিশ উঠিয়ে দেওয়ার পরও পুনরায় ঠেলাগাড়ি নিয়ে খাবার, বিড়ি, সিগারেট, জল ইত্যাদি বিক্রি করে চলেছে এবং মাসের ইচ্ছা কালীপাড়ের থেকে একটু এগিয়ে গেলেই ফুটপাড ধরে কিছু বাবসারী তাদের দোকান থাকা সত্ত্বেও ফুটপাত দখল করে নিজেদের পসরা নিয়ে বসে থাকে বিক্রি করার জন্য। ফলে সাধারণ মানুষ ও রোগীরা ফুটপাত ব্যবহার করার পরিবর্তে একদম রাস্তা দিয়ে জীবন হাতে করে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়। বাইক বা স্কুটার আরোহীদের নিরাপত্তার কারণে হেলমেট পরা

বেপরোয়া গাড়ির চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, **শিলিগুড়ি** : ২৪ জুন ২০২৬ শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে বালি বোঝাই গাড়িটি স্কলছাত্রীকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছিল সেই কারণে স্থানীয় বাজিরা গাড়িটিকে আটক করে সময় প্রায় সকাল ১১টা থেকে ১১.৩০টার মধ্যে। এই খবর পাওয়া মাত্রই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী মণ্ডল-৪-এর সভাপতি জনৈক অমৃত পোদ্দার ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোচার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সৌরভ সরকার ঘটনাস্থলে

দার্জিলিংয়ে উদ্ধার প্রায় ১৪ কোটি টাকার মাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, **শিলিগুড়ি** : গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দার্জিলিং জেলার এক্সাইজ সুপারিন্টেনডেন্ট জানতে পারে সিকিমি মদ বোঝাই একটি গাড়ি দার্জিলিং এলাকায় প্রবেশ করেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে দার্জিলিং সদর এক্সাইজ সার্কেলের ডেপুটি এক্সাইজ কন্সেন্ট্রের তত্ত্বাবধানে ওসি সদর, ওসি আরপিউএ এবং ওসি সদরকে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। ২৩ জুন ২০২৬-এর ভোররাতে থেকে দলটি দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়।

সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ দার্জিলিং মোটার স্ট্যান্ড এলাকায় একটি তালাবন্ধ গাড়িটি শনাক্ত করা

সেতুবন্ধনে সেনাবাহিনী



নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলা প্রশাসনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুধিয়ায় বালাসোন নদীর উপর ৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি পদসেতু নির্মাণ করেছে। এর ফলে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পুনঃস্থাপন হয়েছে এবং পশুপতি ফটকের মতো সীমান্ত পারাপারের শুনশুন্ডিতে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির কারণে বিদ্যমান সেতুটি ভেঙ্গে যাওয়ায় নদী পারাপার ব্যাহত হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রী ও পর্যটকদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যার ফলে এই হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়

বাধ্যতামূলক সেই বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগকে নাগরিকবৃন্দের সাধুবাদ জানান। জনৈক পথচারী অমর বাবু জানানেন যে বেশ কিছুদিন আগেই হসপিটাল রোডের পাশে অবস্থিত ইলপেকশন বাংলোর সামনে রবীন্দ্রনগরে এক শিক্ষিকা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইনস্প্যান্ন বাংলাদেশের বিপরীতে অনেক নার্সারি দোকান বসে আছে ফুটপাতের কিছু অংশ দখল করে কিন্তু তাদেরকে ফুটপাত ছেড়ে বসার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছুদিন ঠিক থাকার পর ‘পুনর্মূষিক ভব’ হওয়ায় সমস্ত নাগরিকদের বিশেষ করে স্কুল কলেজ ছাত্রছাত্রীরা ও হাসপাতালের রোগীরাও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন। পথচারীদের অনুরোধে আগামী দিনে ফুটপাত দিয়ে মানুষের যাতায়াতে সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে প্রশাসনেরও কড়া পদক্ষেপ প্রাণনীয়।

এসে পৌঁছান। এরপরই ঘটনাস্থলে আসে আশিগড় পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ

উক্ত গাড়িটিকে তাদের হেফাজতে নেন।পুলিশ চাণকা নামে একজনকে

গ্রেফতার করে। তার জবাবদিদি

অনুযায়ী উক্ত গাড়ির মালিক পূর্ব চরন

পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে এবং

প্রাক্তন শাসক দলের স সঙ্গেও তার

যোগাযোগ রয়েছে বলে অনেকের

অভিযোগ, তবে পুলিশ গাড়ি সহ

চালককে গ্রেফতার করে মালিকের

সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনা তদন্ত

শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

গাড়িটি অচল অবস্থায় পাওয়া যায় এবং চাবি না থাকায় স্থানীয় থানার সহযোগিতায় সেটিকে উদ্ধার করে এক্সাইজ সার্কেল এফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে গাড়িটির প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ এবং এই রোরচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত চলছে।

গাড়িটি অচল অবস্থায় পাওয়া যায় এবং চাবি না থাকায় স্থানীয় থানার সহযোগিতায় সেটিকে উদ্ধার করে এক্সাইজ সার্কেল এফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে গাড়িটির প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ এবং এই রোরচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে তদন্ত চলছে।

সেতুবন্ধনে সেনাবাহিনী



হয়ে পড়ে। কাঠামোটিকে সুরক্ষিত করতে এবং এর স্থিতিশীলতা ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘ভারতীয় সেনাবাহিনী যখনই প্রয়োজন হবে, বেসামরিক প্রশাসন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি পুনরুদ্ধার করা হলে দৈনন্দিন চলাচল সহজ হবে, পর্যটনকে সহায়তা করবে এবং একটি স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষ স্বস্তি পাবে।’

আবাস যোজনার নামে কাটমানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **জগৎবল্লভপুর** : আবাস যোজনা ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। জগৎবল্লভপুর ব্লকের শম্ভরহাটি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর ভাইকে এদিন বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে জুতোর মালা পরিয়ে ও ডিম ছুঁতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে। অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকার কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। আর সেই ক্ষোভেরই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এদিন। পঞ্চায়েত সদস্য ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এদিন উভাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অভিযুক্তকে নাগালে

পেয়ে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে গলায় জুতোর মালা ঝুলিয়ে ডিম ছোঁড়ার মাধ্যমে গণবিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। আরও অভিযোগ,



এলাকায় জলাশয় ভরাট করে দুটো বড় বাড়ি তৈরি করা সহ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের(১০০ দিনের কাজ) জব কার্ড আটকে রেখেছিল এরা। গ্রামবাসীদের দাবি, কাজ করিয়ে নেওয়ার পরও তাদের জব কার্ড ফেরত দেওয়া হয়নি এবং মজুরির টাকাও দেওয়া হয়নি। এদিন উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতেও চড়াও হন। তিনি সে সময় বাড়িতে না থাকায় তার স্ত্রীর সামনেই তুমুল বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। শ্বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইকে উদ্ধার করে এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

দ্রুত চলছে দোকান সরানোর কাজ

সৌরভ নন্দর, **গঙ্গাসাগর** : মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর প্রস্তাবিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেতু নির্মাণের কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। ২০২৬-এর রাজ্য বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে মেশিনারি সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা এই বাজেটে পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।



গতিতে চলছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোথিত এই প্রকল্পের কাজ সরকার পরিবর্তনের পরেও থমকে থাকেনি। বরং বর্তমান সরকার কাজটিকে আরও দ্রুততর করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে আশাপ্রকাশ

করে জানিয়েছেন, কেবল সড়ক যোগাযোগ নয়, এই রুটে রেললাইন বসানোর সম্ভাবনা নিয়েও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। এই সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

সাতগাছিয়া বজবজ এলাকায় পরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভা এবং বজবজ বিধানসভার একাংশের নিতা যাত্রীদের পরিবহন সমস্যার জেরে প্রতিদিন জেরবার হতে হচ্ছে। দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি মোড় থেকে সকালে একটি সরকারি বাস এস-১৯ চলাচল করতে ধর্মতলা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় ওই বাসটি ফিরে আসত আবার ৮টা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হত। কিন্তু

ভোটের আগেই সেই সরকারি বাস বন্ধ হয়ে যায়। সাতগাছিয়া, বাওয়ালি, চকমানিক, বড়পোল প্রভৃতি এলাকার মানুষজন প্রতিদিন অটো এবং টোটো কিংবা ম্যাজিক গাড়ি করে বজবজ স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করেন। প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। ম্যাজিক গাড়িতে মানুষ যেভাবে যায় তা দেখলে অবাক হতে হয়।

এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন যে অবিলম্বে নতুন রাজ্য সরকার

আমতলা থেকে বজবজ পর্যন্ত যে

বেসরকারি বাস চলত ৭৬-এ তাকে

চালু করা হোক। নোদাখালী নতুন

রাস্তা বাওয়ালি থেকে সরকারি

বাস পুনরায় চালু করা হোক অন্তত

হয়ে যাওয়া সাতগাছিয়া, বাওয়ালি,

চকমানিক, বড়পোল প্রভৃতি এলাকার

মানুষজন প্রতিদিন অটো এবং টোটো

কিংবা ম্যাজিক গাড়ি করে বজবজ

মাদক সচেতনতা



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জুন বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার এক্সাইজ ডিস্ট্রিকের উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট প্রচার করা হয় বিভিন্ন থানা এলাকায়। নোদাখালি বজবজ, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা এলাকায় অর্থ দপ্তরের আবার শাখার ডায়মন্ড হারবার এক্সাইজ ডিস্ট্রিকের অধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট প্রচার করেন। লিফলেটে বলা হয়েছে ড্রাগের নেশা থেকে বিরত থাকুন এবং ড্রাগের ক্রেতা বা বিক্রেতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য থাকলে স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে পারেন।

মহিলা কলেজ ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, **গঙ্গাসাগর** : দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশির হাওয়া সাগর দীপে। রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সুন্দরবনের বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপে একটি নতুন মহিলা কলেজ স্থাপনের ঘোষণা করতেই আনন্দে মেতে উঠলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ২২ জুন সকাল থেকেই সাগর দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যোল উৎসবের আমেজ। এদিন দ্বীপের মহিলা ও ছাত্রীরা একে অপরকে আবার মাথিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মিষ্টি মুখ করিয়ে উদযাপন করতেও দেখা যায়

তাদের। স্থানীয়দের কথায়, এতদিন উচ্চশিক্ষার জন্য সাগর দ্বীপের মেয়েদের মূল ভূখণ্ডে যেতে হত, যা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহল। এই ঘোষণার ফলে দ্বীপের মেয়েরা ঘরের কাছেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।এই সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী



শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। দ্বীপের বাসিন্দাদের আশা, এই নতুন কলেজটি সাগর দ্বীপের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং নারীশিক্ষার প্রসারে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আবাসে দুর্নীতি

বিধায়কের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল যাদব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে সাঁইথিয়া বিধানসভাকেস্ত্রের বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহার দ্বারস্থ হল। সুনীল যাদব অভিযোগ করে বলে, ২০১৮-২০১৯ বর্ষে আমার নামে ঘর এসেছে অথচ আমি কিছুই জানি না। এখনও মাটির ঘরে বাস করি। ঘরের জন্য দরখাস্ত করতে গিয়ে জানতে পারি আমার নামে ঘর এসেছিল। শৌরসভায় গেলে বলে আমার ঘর হয়ে গিয়েছে, ঢেঞ্জিং হয়ে গিয়েছে। ঢেঞ্জিং কি জানি না। তাই বিধায়ক সাহেবের কাছে এলাম । বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, ‘গরিব মানুষ সুনীল যাদবের ২০১৮-২০১৯ বর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি অনুমোদন হয়েছিল কিন্তু বাড়িও হয়নি টাকাও পাইনি। আগামীদিনে এই বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে।’

শ্রদ্ধার্থ্য ভাতার উৎস কি?

এফআইআর অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানায় বিজেপি নেতা তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি প্রবর্তিত শ্রদ্ধার্থ্য ভাতার টাকার উৎস কি? তার তদন্তের স্বার্থে একটি এফআইআর করলেন। অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিষ্ণুপুরের কুশারামপুরের এক সভা থেকে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন যে ৭৬ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে শ্রদ্ধার্থ্য নামে প্রতিমাসে হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। সেই প্রকল্পে নাকি ১৬ হাজার ৬৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক টাকা দান করলেন। তাহলে বছরে প্রায় ৯১ কোটি টাকা প্রদান করতে হয়। কিন্তু অভিজিৎবাবুরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখেছেন, ৬০০০ মানুষও এই ভাতা পায়নি। অভিজিৎ দাস ওরফে ববির প্রশ্ন যারা টাকা দান করলেন তাদের টাকার উৎস কি? তাদের প্যান কার্ড এবং একউইট চেক করা হোক। নাকি তাদের ব্ল্যাক মানিট্রাকে হোয়াইট মানি করার জন্যই এই প্রতারণা করা হয়েছে। তাছাড়া অভিষেক ব্যানার্জি বলেছিলেন, দুয়ারে সরকারের ডাটাবেস থেকে তারা বার্ষিকা ভাতার তথ্য পেয়েছে। সরকারি তথ্য এভাবে কেউ লুট করতে পারে? এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দাস। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি এবং হিউ ও ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরেও জানানো হয়েছে।

কৃষি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি গঙ্গাসাগরের ছবি মহলে আয়োজিত হল এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল ‘শ্বেত রাঁচাও অভিজান’ ও ‘কেসিসি (কিষণ ফ্রেডিট কার্ড) স্যাচুরেশন ড্রাইভ’।



১ জুন থেকে ৬০ জুন পর্যন্ত চলা এই বিশেষ প্রচার অভিযানের আওতায়, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অধিকারিকরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি ক্ষেণের সুবিধা পাওয়ার সহজ উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহিত করা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।



রানুছায়া মুক্ত মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। উপস্থিত ছিলেন ড. মোহিত রায়, কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত বসু। আবৃত্তি পরিবেশন করেন পার্শ্বরাত্রি ঘোষ। গানে ছিলেন শর্মিষ্ঠা রায়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন

হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়শ্বরে পালিত হয় ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিবস’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতা বিধানসভার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, ফলতার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তন্ময় ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিশ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণতম শিক্ষক শুভেন্দু ঘোষ। স্বাগত ভাষণে

নন্দী ও উদয়চাঁদ মহতাব প্রমুখের নাম উল্লেখ্য খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। সবুজ নীতিশ মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সৃষ্টির পর্যায়ক্রম ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তার বক্তব্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক দর্শন আলোচিত হয়। ফলতার বিডিও তন্ময় ভট্টাচার্য দেশাত্মবোধধ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ফলতার বিধায়ক



বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্মাল্য হালদার গুণীজন আপ্যায়নের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গঠনে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সর্বদ্বার বাল্লভভায়া প্যাটেল, বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষকনেতা হেমন্তকুমার সরকার, মাতুরা সত্বেধর প্রতিষ্ঠাতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ মনীষির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাঙালির ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষার এই দিনে আচার্য যদুনাথ সরকার, মেঘনাদ সাহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুবার কান্তি ঘোষ, মেজর জেনারেল এ.সি. চ্যাটার্জী, সুনীতি কুমার চট্টোপাঠ্য, নলীনাথ সান্যাল, ঘনশ্যাম বিড়লা, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাঠ্য, শ্রীশ চন্দ্র

দেবাংশু পান্ডার বক্তব্যে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভাবশিষ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে বলেন, এই বছর নতুন সরকার প্রথমবার রাজ্য দিবস পালনে উদ্যোগী হয়েছে। হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে ‘রাজ্য দিবস’ উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। প্রাক্তন ছাত্রী ও বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আউডি চক্রবর্তীর গান অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করে। এই দিনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে রীজ রোপিত হয়, আশা করা যায় ভবিষ্যতে তা পট্রে-পুপ্টে বিকশিত হয়ে তাদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে।

বিড়লার মোড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিড়লার মোড়ে স্যা্লুট তিরঙ্গা ডায়মন্ড হারবার ডিস্ট্রিক্ট জেলার উদ্যোগে উদযাপিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব

পর আসল সত্য সামনে আসছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই অদান যদি না



হিন্দু পরিষদ সংগঠনের গোপাল কলসি, গঙ্গাসাগর জেলার সাধারণ সম্পাদক ড. প্রবীর সরদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা চৌধুরী, নীতিশ মণ্ডল, বৃদ্ধবনে নন্দর, তপন মণ্ডল, গোপাল কলসি প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্যাচুট তিরঙ্গা সভাপতি সজল আদক।

বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা চৌধুরী বলেন, ‘এতদিন আমরা পশ্চিমবঙ্গ দিবসের প্রকৃত তারিখ কবে তা কেউ জানতাম না। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার

থাকতো তাহলে আমাদের অবস্থা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মতন হত। স্বাধীন হিন্দু হোম ল্যান্ড বলে কিছু থাকত না। বিগত তৃণমূল সরকার এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে এতদিন চাপা দিয়ে রেখেছিলেন।’ অন্যান্য অতিথিরাও পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মাহাত্ম্য এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। এদিনের বিড়লার মোড়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিবিআইটিতে



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিবিআইটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত হল। প্রথমে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সকলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গ দিবস অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রদীপ্ত করেন অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। বিবিআইটির ডিরেক্টর দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডা তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, এতদিন আমাদের রাজ্যের কোন জন্মদিবস ছিল না। নতুন রাজ্য সরকার ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে

ঘোষণা করায় আমরা গর্বিত। তিনি এই বিশেষ দিনটিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন। বিবিআইটির প্রিন্সিপাল ফক্রেসর নরেন্দ্রনাথ জানা বলেন, আমরা গর্বিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করতে পেরে। তিনিও আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিবিআইটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত আবৃত্তি নৃত্য পরিবেশন করেন।

কলকাতার মিড-ডে মিলে ইসকন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় মিড-ডে মিল প্রকল্পে(পিএম পোষণ) পড়ুয়াদের খাওয়াবে ইসকন। প্রাথমিকে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির মিড-ডে মিলে মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হল। এখানে ৬০ ভাগ কেন্দ্র ও ৪০ ভাগ রাজ্য দেয়।

এতাদিন মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৬ টাকা ৭৮ পয়সা। অর্থাৎ মাথাপিছু বরাদ্দ ৩ টাকা ২২ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে উচ্চ প্রাথমিকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে মাথাপিছু ১০ টাকা ৭১ পয়সা বরাদ্দ বহাল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পৌর এলাকায় মিড-ডে মিলে ইসকনকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বাজেট পেশের পর সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, হবে।

নয়া নিয়মে অফ শপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগেরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, যত্রতত্র মদের দোকান(এফ.এল. অফ শপ) থাকতে পারবে না। সেজন্য আবগারি দপ্তর থেকে নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সময়ে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম

বিএলও-রা এবার জনগণনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে কাজ করা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবার চলতি ২০২৭ সালের জনগণনায় গণনাকারী



হিসাবে নিয়োগ করা হবে। আর তা করতে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জানানো হয়েছে, তাদের অধীনস্থ

রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পশ্চিমের ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়াপুকুরস্থিত রাধাকৃষ্ণ-জগন্নাথ-বজরবেলী মন্দির চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কমিটির চতুর্থ বর্ষের রথযাত্রা উৎসব এবং ১৭ তম বর্ষের রাধাকৃষ্ণ বাৎসরিক পূজা উৎসবের সূচনা ২৯ জুন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পূর্ণ স্নানোৎসব ও পুষ্প অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। এবৎসরের বিশেষ আকর্ষণ জগন্নাথ দেবের কৃপাতে নন্দী

যোষ নামাঙ্কিত নিজস্ব ১৩ ফুটের রথ প্রস্তুতি। দ্বিতীয় পর্বে ১৬ জুলাই পূজা আর্চনা, রথ পূজা, প্রদীপ প্রস্থলন, পর্দা উন্মোচন, রথ উদ্বোধন ও দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। ১৭-২৬ জুলাই বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৪ জুলাই উল্টোরথে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গনে রথ পরিক্রমার সমাপ্তি। একাদশী ব্রত পালন ও পূজা।

মাঙ্গলিকী

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে পশ্চিমবঙ্গ দিবস

তমুশ্রী দে

ইতিহাসের পাতায় কিছু দিন শুধুমাত্র একটি তারিখ হয়ে থাকে না, তারা হয়ে ওঠে একটি জাতির স্মৃতি, সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। ২০ জুন তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, যা পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই ঐতিহাসিক দিনের তাৎপর্যকে সামনে রেখে ২০ জুন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস শুধুমাত্র অতীতকে স্মরণ করার দিন নয়, বরং বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পথ তৈরি হয়েছিল। দেশভাগের মতো



সংকটময় সময়ে বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা আজও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়; এটি সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজসংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের এক

রেল হাসপাতাল উপহার পেল অত্যাধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের বিচার সিং হাসপাতালে ২৫ জুন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফিনান্স কর্পোরেশনের সি এস আর তহবিল থেকে ২ কোটি ৬৪ লাখ টাকার ৫টি অত্যাধুনিক চিকিৎসা সামগ্রী তুলে দেওয়া হল রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসার লক্ষ্যে। এই যন্ত্রগুলি উদ্বোধন করেন আইআরএফসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা চেয়ারম্যান মনোজ কুমার দুবে।

রাজ্যের নয়া নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন প্রবীণ আইএএস ড. কৃষ্ণ গুপ্ত। রাজ্য সরকারের স্বয়ং প্রার্থীত্ব বিষয়ক দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে রাজ্যের সমরায় দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদে কর্মরত ড. কৃষ্ণ গুপ্ত অবসর গ্রহণের পর আগামী ৩০ জুন থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এনার পরিচালনায় আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের ‘ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস পর আগামী ডিসেম্বর মাসে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পরে কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচন সহ হাওড়া ও বিধাননগর পৌরসংস্থার নির্বাচন হবে।

কলকাতায় বন্ধ বাণিজ্যিক নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ দক্ষিণ কলকাতার তারাতালার নিকটে ব্রেসব্রিজস্থিত কলকাতা পৌরসংস্থার আলিপুরের বরো-৯-এর ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের পি-২, ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোডের নির্মীয়মাণ গোড়াউনের সেড ভেঙে পরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কলকাতা পৌর এলাকার ১-১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাণিজ্যিক ও নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

বলেন, ‘কলকাতা পৌরসংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের জানিয়েছেন, তারাতালার ব্রেসব্রিজের নির্মীয়মাণ গোড়াউনের প্ল্যান ছিল ত্রুটিমুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ‘গোটা কলকাতা পৌর এলাকাতে বর্তমানে নির্মীয়মাণ বহুতল বাড়ির যে প্ল্যান স্যাংশন হয়েছে, কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক তথা মহাধাক্ষা ও পৌর মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাড়ির বিশেষ করে কমার্শিয়াল বা বৈখানো জলাশয় বুঝিয়ে নির্মাণ কাজ হয়েছে বলে সন্দেহ, তার নির্মাণ কাজ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই

সমুদ্র ঐতিহ্যের ধারক। তাই পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি



বাংলার ইতিহাসে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অবদান ও তাঁদের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সাংবাদিকতার বিকাশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত দাস। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে বাংলার গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা। অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সময়কালে অডিট হবে। এই অডিটে পূর্ত দপ্তর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর, অগ্নিনির্বাপন দপ্তর, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিকদের থেকে রাজ্যের মুখ্য সচিব টিম বানিয়ে দেওয়া হবে সেই টিম নির্মীয়মাণ বাড়ির সাইট প্ল্যান, বিক্টিং প্ল্যান এবং স্পট তিনটি বিষয় খতিয়ে দেখে নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করবে। এতে কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্টের থেকে লিজে নেওয়া জমিতে কাজ দেখে নিয়ে যাদের সব কিছু ঠিক মতো থাকবে, তারা আগামী আগস্টের

পশ্চিমবঙ্গ দিবস কুইজ পরিচালনা করেন অরুন সমাদ্দার, অপরাঞ্জিতা ভট্টাচার্য ও তমুশ্রী দে। প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলেজের অধ্যাক্ষা ড. রাজশ্রী নিয়োগী এবং আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ড. প্রসেনজিৎ দাস। তারা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক দেবকুমার দগুপত, অধ্যাপক রফিক আহমেদ, অধ্যাপক ড. স্বর্ণালী শর্মা, ড. শিলাজিৎ বড়ুয়া, ড. স্বাভী রায়চৌধুরী, সোমা মজুমদার, ড. মিতাসী দাস পাইন, ড. শিউলি সাহা, ড. মমতা মণ্ডল প্রমুখ। তাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এদিন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে একটি ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র এবং একটি বই প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের একটি দলিল তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ শুধু একটি ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করেনি, বরং বাংলার গৌরবময় অতীত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাধ্যমে ইতিহাস সচেতনতা গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় বর্ষের এডুকেটরস্ মিট



এর কর্ণধার মহাশ্বেতা ব্যানার্জি বলেন, তৃতীয় বর্ষের এই মিটে একই ছাদের তলায় সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে এর সার্থকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে। এবছর ৬০-৭০ জনের উপস্থিতি আমাদের ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ায় আরও উৎসাহ দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ব্লু-স্কাই ওভারসিজ এডুকেশন ২০১০ থেকে নিজদের পথচলা শুরু করেছে। প্রায়

সির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মনিশ চন্দ্র এবং বি আর সিং হসপিটালের মেডিকেল ডিরেক্টর ডাক্তার দেবাশীষ গুহর মধ্যে একটি মৌ সাক্ষরিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শিলেন্দ্র প্রতাপ সিং, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের এমডি ডাক্তার নটরাজ বসাপ্পা, শিয়ালদহর ডি আর এম রাজীব সাক্সেনা সহ রেলের এবং শিয়ালদা ডিভিশনের আধিকারিকেরা। প্রদীপ প্রজননের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর ডাক্তার দেবাশীষ গুহ এইসব যন্ত্রের কার্যকারিতা তুলে ধরেন ভিডিওর মাধ্যমে এবং যন্ত্রগুলি কেনার যে হিসেব তার খেতপত্র তুলে ধরেন।

ইএনটি বিভাগ উপহার পেল ইএনটি এন্ডোস্কোপিক সেট এবং মাইক্রো ডেব্রাইডার সেট। এই যন্ত্রগুলো পেয়ে ডাক্তার এবং বিআর সিং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলেন, আরো উন্নত মানের চিকিৎসা উপহার দেওয়া যাবে রোগীদের। এই পরিকল্পনা বিষয়ে আইআরএফ

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।



১৬ বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের আমরা বিদেশের বিভিন্ন কলেজে পড়তে পাঠিয়েছি। প্রায় ২৫টা দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র বিদেশে পড়তে পাঠানো নয় কাউন্সিলিং করানো থেকে অ্যাপ্লিকেশন করে, ভিসা পেতে সাহায্য করা, ব্যাঙ্ক লোন পেতে সাহায্য ছাড়াও সব রকম সাহায্য আমরা করে থাকি। **ছবি :** প্রীতম দাস

ভি. বালসারা সম্মানে ভারতী দীপশ্রী

১ তারিখ কাজ করতে পারবে। তবে এতে জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত নির্মাণ কাজ বাদ থাকবে। বিশেষ সূত্রে খবর, কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে অনুমোদিত কর্মবেশি ২০০টি বহুতল বাড়ির প্ল্যান এ অবস্থায় অডিটের মুখে। শুধু কলকাতা নয়, মহেশতলা, বজবজ, পুজালী, বিষ্ণুপুর(গ্রামীণ), রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ দমদম, বালি, কামারহাটি এবং হাওড়ার গঙ্গাপাড়ের কিছু ওয়ার্ডজুড়ে লাগু হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা।

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪০টি কবিতা নিয়ে কানাইলাল খাঁর কাব্যগ্রন্থ বৃষ্টিমন। কাব্যগ্রন্থের নামেই গ্রন্থের কবি বলেছেন, আজ ভোর থেকে আকাশে/ ঘন ষোর মেঘ/ বৃষ্টি চাইছে মন/ আজ তেসরা শ্রাবণ।



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জুন সন্ধ্যায় কলকাতার রবীন্দ্র সদনে সঙ্গীতের জাদুকর ভি. বালসারার ১০৪ তম জন্মদিন উপলক্ষে খ্যাতনামা সুরকার, গীতিকার সঙ্গীত ভারতী ড. দীপশ্রী পালকে সম্মানিত করেন ভি. বালসারা কমিটি এবং ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটি। এছাড়াও বেশ কিছু গুণী শিল্পীর হাতে এদিন সম্মাননা তুলে দেওয়ার জন্য এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ সেন বরাট, ইন্দ্রাণী সেন, শ্রীকান্ত আচার্য-সহ বেশ কিছু গুণীজন।



শ্রদ্ধা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। **ছবি :** নিজস্ব



চমকে থমকে : প্রায় একদশটার ভারী বৃষ্টি সাথে বাতাস ও একের পর এক বাজ পড়াকে কেন্দ্র করে থমকে গেল শহরের গুরুবারের দুপুর বেলা। স্কুলের গেটের সামনে প্রায় হাঁটু জল সাথে পাশের পুকুর মিশেছে রাস্তায়, বিপাকে স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক ও সধারণ পথ চলতি মানুষ, বেহালা গার্লস এর সংলগ্ন রাস্তার ছবি। **ছবি :** অভিজিৎ কর



জলছবি : ২৫ জুন দুপুরের ক্ষণিকের বৃষ্টিতে জল থইখই কলকাতায় ব্যস্ত জন জীবন। **ছবি :** নিজস্ব



দখল : অল ইন্ডিয়া হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ দপ্তরের ঠিক সামনে চলছে ফুটপাথ দখল করে বুপাড়ি তৈরি। সেখানেই দিন কাটছে পথবাসীদের। **ছবি :** সুমন সরদার



সমাবর্তন : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কলকাতার ১৩ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৩ জুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী তথা ভারত সরকারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ভিলাই-এর নির্দেশক অধ্যাপক রাজীব প্রকাশ, আইআইএসইআর-এর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক আরভিন্দ এ নাট্ট এবং সংস্থার নির্দেশক অধ্যাপক সুনীল কুমার খারে। **ছবি :** নিজস্ব

পুস্তক সমালোচনা

কবিতার আবহে বৃষ্টি ও মন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪০টি কবিতা নিয়ে কানাইলাল খাঁর কাব্যগ্রন্থ বৃষ্টিমন। কাব্যগ্রন্থের নামেই গ্রন্থের কবি বলেছেন, আজ ভোর থেকে আকাশে/ ঘন ষোর মেঘ/ বৃষ্টি চাইছে মন/ আজ তেসরা শ্রাবণ। কাব্য শরীর নির্মালে মনের কথাকেই হাতিয়ার করেছেন কবিরা। বর্ষায় চেটালীতে (কর্ণাটক) কটা দিন। শেষ দুই পংক্তিতে কবি বলেছেন, বিস্তৃত বাগান ভিজে চলে জলজ্যস্ত বর্ষণে/ আমার বৃষ্টিমন অনুক্ষণ পশ্চিমঘাট পর্বত আকাশে। ইলিয়াট সী বিচ নিয়ে দুটি কবিতা পরিবেশিত হয়েছে। মানালি, বাঁকুড়া, পাকিয়ং, শুশুনিয়া স্থানগুলোকে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। কবিতাগুলো সহজেই মনকে নাড়া দেয়।

আধুনিক কবিতা একটি প্রশ্ন কবিতাটি পাঠকের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। শেষ দুটি পংক্তিতে কবি বলেছেন, বলতো, আধুনিক কবিতা মানে কি?/ বললাম, মোক্ষম প্রশ্ন। আবার জীবনের প্রশ্ন চতুষ্টয় কবিতায় কবি বুঝুছেন। শেষ তিন পংক্তিতে কবি বলেছেন, উত্তর আজও বাকি/ বেশি সময় লাটাই দেবে না আর/ বলো নরিকোতা বলেো

কবিতাগুলো তাই পাঠকমনে অনুরণন তোলে। জিশান রায়ের প্রচ্ছদ বাঙ্গনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ঝাঁঝি প্রশংসনীয়। বৃষ্টি মন- কানাইলাল খাঁ। প্রকাশক: রঞ্জন আচার্য, নাটমন্দির, আশা নিকেতন, নর্থলেকে রোড, পূর্বলিয়া। মূল্য-৫০ টাকা।

আগুন কাচে

রেকর্ডের বন্যা
আহমেদাবাদে জাতীয় অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে একাধিক রেকর্ড গড়লেন স্রীলঙ্কার। মহিলাদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ১৫ বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড ভেঙে সোনা জিতেছেন বৃত্তি আগরওয়াল। পুরুষদের ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নিজের রেকর্ড ভেঙে এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জন করেছেন শ্ব্যভ দাস। ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম সময় গড়ে সোনা জেতেন নিনা ভেঙ্কটেশ। প্রতিযোগিতার সেরা সাঁতার নির্বাচিত হয়েছেন আরিয়ান ও সানডি দেশওয়াল। পুরুষ ও মহিলা-উভয় বিভাগেই দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কণ্ঠাটকা।

চ্যাম্পিয়ন ভারত ‘এ’
ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬৬ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত ‘এ’ দল। ডাব্লুলায় প্রথমে ব্যাট করে ভারত তোলে ৩৭৮ রান। মাত্র ২৯ বলে ৯৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তরুণ বৈভব সূর্যবংশী। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৩১১ রানে অলআউট হয়ে যায়। ভাংগে হয়ে জশ ঠাকুর নেন ৩ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন রাঢ়
ইন্ডেন গার্ডেন্স বেস্টবিয়িত ফাইনালে ডিএলএস পদ্ধতিতে স্ল্যাশার্স মাদনহকে ৯ রানে হারিয়ে প্রথমবার বেস্ট টি-২০ লিগের পুরুষদের শিরোপা জিতল রাঢ় টাইগার্স। প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৬৫ রান তোলে তারা। অধিনায়ক শাহবাজ আহমেদ ৮৮ রানে অপরাজিত থাকেন। পরে বৃষ্টির কারণে মালদহের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯ ওভারে ১০৭ রান। জবাবে ৫ উইকেটে ৯৭ রানেই থেমে যায় মালদহ।

চ্যাম্পিয়ন হাওড়া
ইন্ডেন গার্ডেন্স বেস্ট টি-২০ লিগের মহিলা বিভাগের ফাইনালে মুর্শিদাবাদ কুইন্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাওড়া ওয়ারিয়র্স। প্রথমে ব্যাট করে মুর্শিদাবাদ ৯ উইকেটে ৯৫ রান তোলে। জবাবে প্রিয়ঙ্কা প্রসাদ (২৯) ও সুজাতা দে-র (২৭) দায়িত্বশীল ইনিংসে ১৮৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় হাওড়া।

পুলে মৃত্যু
চেতলা অগ্রণী সুইমিং ক্লাবের শিক্ষার্থী সাঁতার রিচিক চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়ামহলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুইমিং পুলে অনুশীলনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ১৯ বছরের রিচিকা। তাঁকে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর অকালপ্রয়াণে পরিবার, সতীর্থ ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ শোকস্তব্ধ।

হকিতে জয়
এফআইএইচ নেশনস কাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। নভনীত কাউর ও সুনেলিতা টপ্পার গোলে জয় নিশ্চিত করে ভারত। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে দ্বিতীয়বার নেশনস কাপ জিতে হকি প্রো লিগের পরের মরশুমে জয়গা করে নিয়েছে তারা। এই সাফল্যের জন্য দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইংল্যান্ডে কোহলি
ইংল্যান্ড সফরের একদিনের সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দলে রাখা হয়েছে বিরাট কোহলিকে। তবে তাঁর খেলার বিষয়টি নির্ভর করছে ফিটনেস পরীক্ষার ওপর। মঙ্গলবার বেস্টব্লুকের সেটার অফ এক্সেলসে মোড়িক্যাল টিমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তিনি সিরিজ খেতে পারবেন। শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা, শ্রেয়াস আয়ার, জসপ্রীত বুমরাহ, কুলদীপ যাদব, অশ্বিনী সিংহ-সহ একাধিক তারকা।



২১ জুন কলকাতার রেড রোডে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন সকালে বিশ্বজুড়ে পালিত হল ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বিশ্বের দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য রাখতে যোগের জুড়ি মেলা ভার। এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস কে সামনে রেখে ভারত সরকারের তরফ থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচী রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য, এই কর্মসূচীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে এসেছে পূর্ব ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এই গোষ্ঠীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। এদিন ছোট-বড় সমস্ত ইউনিটে বিশ্ব যোগ দিবস পালন হয়। এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী। এদিন নির্ধারিত সময়ে টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর তারফে সাড়সের বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হয়।

৮০০ ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে যোগা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডোয়ারিয়া মাওডে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার স্পোর্টস অ্যান্ড ক্লাব রিলেশন সেলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যুগ দিবস উদযাপিত হয় ‘অভিনন্দন’ ভিলায়। অনুষ্ঠানটির কনভেনার ছিলেন স্বরূপ পাল। প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশগ্রহণ করেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিতীশ মণ্ডল ও সজল আদক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যোগাসন চর্চার



উপকারিতা এবং প্রাত্যহিক জীবনে যোগা চর্চার কি সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। শুদ্ধ বাধ্যক্যের জন্য সকলকেই যে যোগা



হিন্দু সংঘ ও প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট অ্যান্ড যোগা অ্যাসোসিয়েশনের চেতলা শাখার উদ্যোগে হিন্দু সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগা দিবস।

সুস্থ না থাকলে থিয়েটার সম্ভব নয়



নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউ লাইফ যোগা সেন্টারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও যথায়োগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিশ্ব যোগা দিবস। গোবরডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা অনুষ্ঠানে মানুষের চল ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় ৫ শতাধিক ছেলেমেয়েরা এই যোগ দিবসে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে

বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা শিশুতীর্থের কর্ণধার শান্তনু দে, বিশিষ্ট সমাজসেবক আশীষ ব্যানার্জি, বিশিষ্ট যোগা শিক্ষিক নিউ লাইফ যোগা সেন্টারের কর্ণধার গনেশচন্দ্র পাল, সমাজসেবী পবিত্র বন্দোপাধ্যায় সহ বহু মানুষ। যোগা শিক্ষক অর্থাৎ নিউ লাইফ যোগা সেন্টারের কর্ণধার তথা জাতীয়

যোগা কোচ গণেশ চন্দ্র পাল বলেন ‘স্বাস্থ্যই সম্পদ, অর্থাৎ যোগাভ্যাস-এর মধ্য দিয়ে মানুষ তার সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। সকল মানুষের উচিত যোগাভ্যাস এর মধ্য দিয়ে নিজেকে সুস্থ রাখা।’ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পক্ষে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন ‘আজ নয়, ২০২১ সাল থেকে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা নিয়মিত ভাবে যোগা দিবস পালন করে চলেছে। শরীর সুস্থ না থাকলে থিয়েটার কেনো, কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই আসুন সকলে নিয়মিত যোগাভ্যাস করি এবং নিজেদের সুস্থ রাখি।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবক সম্মিলিতভাবে ২০ টিরও বেশি যোগাভ্যাস করে।

প্রকৃতির মাঝে সুস্থতার বার্তা শুশুনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কলকাতার রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যোগাভ্যাস করেন। এবার আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ২৩টি ঐতিহ্যবাহী ও দর্শনীয় স্থানকে বেছে নেওয়া হয় বিশেষ যোগা কর্মসূচির জন্য। তালিকা স্থান পায় বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী শুশুনিয়া পাহাড়। ছাত্তনা ব্লক প্রশাসন ও বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে শিউলিবনা মাঠে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য যোগা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ছাত্তনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি, বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিএম) চিরন্তন পরামানিক, ছাত্তনার বিডিও সৌরভ ধর্ম, জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সরকার এবং এনএস চন্দন দেওগুরিয়া, শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা বাউরী। সম্পূর্ণ যোগা কর্মসূচিটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন যোগা

শিক্ষিকা পূজা কর্মকার। উপস্থিত ছিলেন ছাত্তনা থানার আইসি বিতুল পাল, ব্লক ইউথ অফিসার অরুণ বাগচি, ফরেস্ট রেঞ্জার বর্বারানি মুর্মু, সমাজসেবী উত্তম ব্যানার্জি, ভগবান কর্মকার সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহু স্কুল পড়ুয়া।



ছাত্তনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক যোগা দিবস বছরে মাত্র একদিন আসে, কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়তে হলে যোগাকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। নিয়মিত যোগাভ্যাস মানুষের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, মানসিক চাপ কমায়ে এবং কর্মক্ষমতা

বাড়ায়। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও নানা রোগব্যধির মধ্যে যোগা আমাদের সুস্থ থাকার অন্যতম পথ দেখায়।’ পাশাপাশি শুশুনিয়া পাহাড়কে ঘিরে পর্যটনের আরও বিকাশ ঘটানোর বিষয়েও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে যোগা চর্চা পর্যটন ও স্বাস্থ্যচেতনা- দুই ক্ষেত্রেই নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।’ বাঁকুড়ার এডিএম চিরন্তন পরামানিক বলেন, ‘শুশুনিয়া পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে যোগাভ্যাস করা সত্যিই

এক অনন্য অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে যোগা করলে মন ও শরীর উভয়েই প্রশান্ত হয়। এমন উদ্যোগ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জেলার পর্যটন সম্ভাবনাকেও আরও তুলে ধরবে।’ প্রকৃতির কোলে শতাধিক মানুষের একসঙ্গে যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের এই অনুষ্ঠান শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তাই দেয়নি, বরং শুশুনিয়া পাহাড়ের পর্যটন সম্ভাবনাকেও নতুন করে তুলে ধরেছে। সব মিলিয়ে পাহাড়, প্রকৃতি ও সুস্থ জীবনের বার্তাকে একসূত্রে গেঁথে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপনের এক অনন্য নজির গড়ল শুশুনিয়া। অন্যদিকে, বাঁকুড়া জেলা পুলিশ লাইনে বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের নিয়ে বিশ্ব যোগা দিবস পালিত হল বাঁকুড়া ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অশীষ দাশগুপ্ত, বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলজি শেখর দান্না সহ, সরকারি আধিকারিকগণ এবং বাঁকুড়া ক্লাবের সদস্য সদস্যাবৃন্দ।

খেলা

মাউন্ট শ্রীতিথর জয় করলো আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি :

পীরপাঞ্জল পর্বতশ্রেণীর ১৭,২২৪ ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট শ্রীতিথর জয় করলেন হাওড়ার সালকিয়ার যুবক। উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার ৩১ বছরের যুবক আকাশ দাস সম্প্রতি ১৫ জুন পীরপাঞ্জল পর্বতশ্রেণীর ১৭,২২৪ ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট শ্রীতিথর জয় করে অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন। তিনি সেখানে দেশের জাতীয় পতাকা সহ তার সালকিয়া হিন্দু স্কুলের পতাকা হাতে অভিযান সফল করেন। অভিযানের নেতৃত্ব দেন তেনজিং নোরগে পুরস্কার জয়ী বসন্ত সিংহ রায়। তিনজন শেরপার সহযোগিতা পান। আকাশ এভারেস্ট জয়ী রুপ্পা দাসের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। মাউন্টেনারিস অ্যাসোসিয়েশন অফ কল্কটনগর থেকে প্রথম পর্বতারোহী কোর্স করেন তিনি। তাঁর এই কৃতিত্ব বাংলা ওথা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে।



গঙ্গাসাগরে যোগা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন গঙ্গাসাগরে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। এই উপলক্ষে সাগর দ্বীপের ঐতিহাসিক কপিলমুনির আশ্রম চত্বর সেজে উঠেছিল এক অনন্য রূপ। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় এখানেই। এদিনের অনুষ্ঠানে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ জীবনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রায় ৩ হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভোরের আলো ফুটেই স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষ যোগাসনে সামিল হন। আশ্রম চত্বরে এক শান্ত ও প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক, সাগরের বিডিও-সহ জেলা ও ব্লক প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা। জেলাশাসক উপস্থিত



সকলের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব নিয়ে সর্গক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে নিয়মিত যোগাভ্যাসের কোনো বিকল্প নেই। প্রশাসনিক আধিকারিকদের

উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পালিত হয়। সামগ্রিকভাবে, গঙ্গাসাগরের এই আয়োজন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের মূল ভাবার্থকেই সার্থক করে তুলেছে।

শরীর সুস্থ রাখতে যোগ করতে হবে প্রতিদিন : লক্ষ্মীরতন শুক্লা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে হাওড়ার এলআরএস অ্যাকাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, শুধু একদিন নয়, শরীর সুস্থ রাখতে যোগ করতে হবে প্রতিদিন। যা আমাদের দেহ এবং মনকে সতেজ রাখে লক্ষ্মীরতন শুক্লা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ২১ জুন সকাল থেকেই যোগাভ্যাসে সামিল হন প্রায় আড়াইশো মানুষ। ছোট থেকে বড় সকল বয়সের মানুষের যোগ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। আজকের এই বিশেষ দিনে যোগ দিবসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান তিনি। এদিন লক্ষ্মীরতন শুক্লা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘আমাদের সকলের জন্যই যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর সঙ্গে শরীরের সংযোগ রয়েছে যা আমাদের সুস্থ এবং সবল



রাখে। অসুখবিসুখ এবং হসপিটালিটি থেকে আমাদের দূরে রাখে। আজকে স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলের উপস্থিতিতেই এই যোগ দিবস পালন হচ্ছে।’

যোগাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সচেতনতার আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন বীরভূম জেলাজুড়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয় চিনপাই উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। এলমহার্ট ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিটি স্টাডিজ পরিচালিত কোর কম্পোজিট টিআই প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির সহযোগিতায় পরিচালিত সিসিটিআই প্রকল্প মূলত মহিলা যৌনকর্মী, এমএসএম এবং ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যসুরক্ষা, এইচআইভি প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রকল্পের আওতাভুক্ত কমিউনিটি সদস্যদের নিয়ে যোগাভ্যাস, স্বাস্থ্য সচেতনতা আলোচনা, সুস্থ জীবনধারা

প্রচার এবং মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মুখোড়িয়া ২৭৫ নং বুথে বাচ্চাদের হাতে খোবার জন্য ফুটবল তুলে দেওয়া হয়।



আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয় সাইথিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে। বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন।

সাতগাছিয়ায় যোগা দিবস উদযাপন



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া বিধানসভায় সাতগাছিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা

ও কর্মক্ষেত্রের উদ্যোগে উদযাপিত হল যোগা দিবস। ২০০৯ সাল থেকে এই সংগঠন যোগার উপরে বিভিন্ন কর্মসূচি করে আসছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যানগর কলেজ ও ইএসআই জোকার আয়ুস দপ্তরের ইনচার্জ মৃণাল মালিকের উদ্যোগে এই যোগা দিবস উদযাপিত হয়। প্রায় ৭০ জন এই যোগা দিবসে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের যোগাসন চর্চা করান মানস চক্রবর্তী। সুস্থ থাকতে এবং সুস্থ বার্ষিকের জন্য যোগার যে উপকারিতা সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন শিক্ষিকা তপতী মণ্ডল। শেষে সকলকে সংশ্লিষ্ট প্রদান করা হয়।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির যোগা দিবস



নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সামালির বিবেক নিকেতনের উদযাপিত হল ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী কল্লোল গুহচাঁকুরতা, সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা চৌধুরী, নিতিশ কুমার মণ্ডল, সজল আদক

এবং আলিপুর বার্তার সাংবাদিক ও শ্যামলী বিবেক নিকেতনের আশ্রমিক ও সমস্ত সদস্য সদস্যরা। সবিতা চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, ২০১৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত হলেও এবারের যোগা দিবসের মাধ্যম্য অনন্য। রাজ্যে পালাবদলের পর মহাসমারোহে সর্বত্র যোগা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ বলেন, ‘এবারের

যোগা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সুস্থ বার্ষিকের জন্য যোগ। যোগের মাধ্যমেই মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়। আগামীদিনে যোগচর্চাকে আমাদের প্রতিদিনের একটি বিষয় করে নিতে হবে।’ আলোচনার পরে যোগাসন চর্চা করান জ্যোতির্ময় পাঠ। সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন সফল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কুনাল মালিক এবং প্রিয়ম গুহ।